CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-157 ■ 8 March, 2026 ■ আগরতলা ৮ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

“স্বাগতম”

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পথে বালেন শাহ

নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি/কাঠমান্ডু, ৭ মার্চ (আইএএনএস)।। নেপালে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় সে দেশের জনগণ ও সরকারকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে নেপালের জনগণ এবং নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শনিবার এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, “নেপালের জনগণ ও সরকারকে সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমার নেপালি ভাই-বোনদের গণতান্ত্রিক অধিকার এত উৎসাহের সঙ্গে প্রয়োগ করতে দেখা সত্যিই আনন্দের।”

তিনি আরও বলেন, নেপালের গণতান্ত্রিক যাত্রায় এই নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং গর্বের মুহূর্ত।

এদিকে নির্বাচনে বড়সড় সাফল্যের পথে এগোচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীন পার্টি (আরএসপি)। প্রথম-পাস্ট-দ্য-পোস্ট (এফপিটিপি) ব্যবস্থায় এগিয়ে থাকার পাশাপাশি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাতেও দলটি শক্তিশালী ফল করছে। শনিবার দুপুর পর্যন্ত গণনায় মোট ভোটের ৫৬ শতাংশের বেশি পেয়েছে আরএসপি।

বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে ২৭৫ সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদে দলটি এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি আসন পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নেপালের সংবিধান ও আইনি কাঠামোয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে কোনও দল এত বড় ব্যবধানে এগিয়ে যায়নি। এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ২০০৭-এর মাধ্যমে।

২০২২ সালের নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (একীভূত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), যার নেতৃত্বে রয়েছেন কে পি শর্মা অলি। তখন দলটি প্রায় ২.৮৪ মিলিয়ন ভোট পেয়েছিল, যা মোট বৈধ ভোটের প্রায় ৩০.৬৯ শতাংশ।

তারপর ছিল নেপালি কংগ্রেস, যার ভোট ছিল মোটের সামান্য বেশি ১৬ শতাংশ। এরপর ছিল সিপিএন-ইউএমএল, রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল-এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উপরাষ্ট্রপতি আজ নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। দুই দিনের সফরে ত্রিপুরায় পৌঁছালেন উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ। আজ তাঁকে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে স্বাগত জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। নিজ ঘর থেকে এক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তার অকাল মৃত্যুর ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। কি কারণে ওই যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তা জানেন না তাঁর পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সুদীপ দাস (২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে শচীন্দ্রনগর কলোনী এলাকায়, যা জিরানিয়া থানার অন্তর্গত। আজ সকালে পরিবারের লোকজন ঘরের ভিতর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। বাড়ির পাশের জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় আড়ালিয়া শান্তি পাড়ায় এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত কিশোরের নাম সুরজিৎ দাস (সায়ন)। তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। জানা গেছে, তার বাবা সুধীর দাস পেশায় একজন রিকশা চালক। জানা যায়, শনিবার বাড়ির পাশের একটি জলাশয়ে স্নান করতে যায় সুরজিৎ। স্নান করার সময় অসাবধানতাবশত সে গভীর জলে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এডিসির ভোট নিয়ে বিজেপির বৈঠকে রণকৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা শনিবার বিজেপি জনজাতি নেতাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিন আগরতলার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকে পৌরহিত্য করে আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে দলের প্রস্তুতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সকলেই জানেন যে সামনেই এডিসি নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে প্রদেশ বিজেপি ইতিমধ্যেই রণকৌশল নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার কর্মী, নেতা এবং সদস্যরা এখানে জড়ো হয়েছেন। জনজাতি নেতা, প্রাক্তন এমডিসি, এমডিসি, সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন পদাধিকারী এবং বিধায়কগণও এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। মূল লক্ষ্য হল আগামী দিনে আমাদের কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং কীভাবে আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তা নিয়ে আলোচনা করা। এনিয়ে আজ প্রদেশ বিজেপি অফিসে একটি বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি জনজাতি মোর্চার সভাপতি পরিমল দেববর্মা, বিজেপি সাংগঠনিক সম্পাদক (ত্রিপুরা ও আসাম) রবীন্দ্র রাজু, সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ দলের উচ্চ পর্যায়ের অন্যান্য নেতৃত্ব।

গত বছরের চেয়ে এবছর রাজ্যে

খাদ্যশস্য উৎপাদন ১২ শতাংশ বেড়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। গত বছরের তুলনায় এ বছর ত্রিপুরায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ১২% বেড়েছে। পাশাপাশি কৃষিতে যুবকদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অনেকেই সরাসরি সুবিধা অনুভব করছেন। আজ প্রজ্ঞা ভবণে অনুষ্ঠিত ২০২৫—২৬ সালের রাজ্য স্তরের কৃষক মেলা ও রাজ্য ও জেলা স্তরের শ্রেষ্ঠ কৃষক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের আরও উৎপাদন, সংযোগ এবং রপ্তানির আহ্বান জানিয়েছেন। কেবল তখনই ভারত সত্যিকারের বিশ্ব গুরু হিসেবে প্রতিভাত হবে। আমাদের রাজ্যে কৃষকেরাই মূল ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর কাছে চারটি শ্রেণি রয়েছে দরিদ্র, যুবক, নারী এবং কৃষক। যদি আমরা তাদের উন্নয়ন করি, তাহলে আর কিছু চাই না। কৃষি মানে শুধু চাষ নয়, এটি পশুপালন, বনায়ন, মৎস্যচাষ সবই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের কৃষক যেকোনো কিছু করতে পারেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে ৪.৭২ লাখ কৃষক রয়েছেন, আর মোট জনসংখ্যা ৪২.২২ লাখ। এই মেলা তাঁদের জন্য, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের জন্য খাদ্য জোগান দেয়। আমরা চাই আমাদের রাজ্যের জিএসডিপি আরও বৃদ্ধি পাক। কৃষকরা দেশের এবং রাজ্যের অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমরা কৃষি খাতে উন্নয়নে জোর দিচ্ছি এবং সেক্টরের বিকাশে কাজ করছি।

মন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ভারতকে বিশ্বের শস্য ভান্ডার হিসেবে গড়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন ত্রিপুরার কৃষক মেলা অন্যান্য মেলার থেকে ভিন্ন। আমাদের রাজ্যে ৬৫,৫৭,০০০ কানি জমি রয়েছে, যার মধ্যে ৩০, ১৭,০০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রান্নার ও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। সাধারণ মানুষের উপর আরও এক দফা মূল্যবৃদ্ধির চাপ পড়ল। হঠাৎ করেই বাড়ানো হলো রান্নার গ্যাসের দাম। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গৃহস্থালি এলপিজি গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যবহারের এলপিজি গ্যাসের দামও বাড়ানো হয়েছে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার প্রতি ১১৪ টাকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নতুন এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মাথায় বাড়তি বোঝা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের উপর এর প্রভাব আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিই বিজেপির নীতি, লুটপাট তাদের মূল লক্ষ্য ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। বর্তমানে দুর্নীতিই বিজেপির নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লুটপাটই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে পারলে বিজেপিকে

রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। আজ ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির দশম রাজ্য সম্মেলনে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী রাজ্যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল না। পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষার রাজনীতির কারণে সমাজের পশ্চাদপদ ও দলিত অংশের মানুষের উপর বহুমুখী সংকট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বক্তব্যে তিনি রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন। বিরোধী দলনেতার দাবি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠেছেন, অথচ জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন তেমনভাবে হয়নি। একই সঙ্গে নাম উল্লেখ না করে আরেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ‘সোর্স মানি’-র প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকারের কোথায় দুর্বলতা রয়েছে যে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষের কাছে এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো গণতন্ত্রকে উদ্ধার করা। তা হলে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার আজ ছিলো বিজনেস স্টাডিস, এডুকেশন ও ফিজিক্স বিষয়ের পরীক্ষা। এছাড়া ছিলো মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের এডুকেশন এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজির ইসলামিক হিস্ট্রি বিষয়ের পরীক্ষা।

রাজ্যের মোট ৬২টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। আজ উচ্চতর মাধ্যমিকের বিজেনস স্টাডিস, এডুকেশন, ফিজিক্স, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের এডুকেশন ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজির ইসলামিক হিস্ট্রি পরীক্ষায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে উপনির্বাচন

বিজেপির শক্তি প্রদর্শন প্রার্থী নিয়ে জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মার্চ ।। ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে শক্তি প্রদর্শনে সরব হয়ে উঠল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ‘যুব শঙ্খনাথ’ কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মনগরে দলীয় শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বার্তাও তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণের পর এই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বিজেপির প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলীয় অন্দরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ নিয়ে কৌতূহল ও উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যুব শঙ্খনাথ কর্মসূচিতে বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সভাপতি, মন্ত্রী, বিধায়কসহ দলের বহু নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এই মঞ্চ থেকে বিরোধী দল সিপিএম ও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি আসন্ন উপনির্বাচনে ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বানও জানানো হয়।

অন্যদিকে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছে। তবে ধর্মনগরের অনেক বাসিন্দার মত, এই কেন্দ্র থেকে এমন কাউকেই প্রার্থী করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে শত্রু সম্পত্তির সংখ্যায় তৃতীয় স্থানে ত্রিপুরা : সিইপিআই

সন্দীপ বিশ্বাস

লখনউ সফররত, ৭ মার্চ।। ভারতে চিহ্নিত অস্থাবর শত্রু সম্পত্তির সংখ্যার নিরিখে ত্রিপুরা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ।

লখনউয়ে ত্রিপুরা থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এই তথ্য জানান ‘কাস্টডিয়ান অব এনেমি প্রপার্টি ফর ইন্ডিয়া’ (সিইপিআই)-র চিফ সুপারভাইজার জসপাল সিং।

তিনি জানান, বর্তমানে ভারতে মোট প্রায় ১৩,২৪৭টি অস্থাবর শত্রু সম্পত্তি নথিভুক্ত রয়েছে। এই সম্পত্তিগুলি বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রয়েছে।

সিং জানান, শত্রু সম্পত্তির মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর দুই ধরনের সম্পদই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর মধ্যে জমি, বাড়ি, কোম্পানির শেয়ার, গয়না এবং ব্যাংকে জমা অর্থও থাকতে পারে।

ছবি - বাটলার হাউস।

এই ধরনের সম্পত্তি মূলত সেইসব ব্যক্তি বা সংস্থার ছিল, যারা ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তানে কিংবা ১৯৬২ সালের সংঘাতের পর চীনে চলে গিয়ে পরবর্তীতে সেসব দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৮ সালের ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’-এর আওতায় এই সম্পত্তিগুলিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ধরা হয় না। বরং এগুলি ‘কাস্টডিয়ান অব এনেমি প্রপার্টি ফর ইন্ডিয়া’-র অধীনে ন্যস্ত থাকে।

সিংয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক ৫,২৭১টি অস্থাবর শত্রু সম্পত্তি রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৪,৪৩৭টি।

ত্রিপুরায় মোট ১,০০২টি শত্রু সম্পত্তি রয়েছে, যার ফলে রাজ্যটি জাতীয় স্তরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬টি সম্পত্তি রয়েছে সিপাহিজলা জেলায়। এর পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৯৫টি এবং খোয়াই জেলায় ১৪৬টি শত্রু সম্পত্তি রয়েছে।

অধিকারিকরা জানান, কোনও সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রধান উদ্দেশ্য হল তা যাতে শত্রুভাবাপন্ন দেশ বা তাদের নাগরিকদের স্বার্থে ব্যবহার না হতে পারে। ২০১৭ সালে আইনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৮ মার্চ, ২০২৬ ইং
২২ ফাল্গুন, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়িয়া ”আন্তর্জাতিক নারী দিবস” পালিত হয়। এটি নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্জনকে উদযাপনের পাশাপাশি লিঙ্গ সমতার জন্য একটি শক্তিশালী ডাক।জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২৬ সালের মূল প্রতিপাদ্য হলো’অধিকার। ন্যায়বিচার। পদক্ষেপ। সকল নারী ও বালিকার জন্য।’এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে জোর দেওয়া হইয়াছে যে, কাগজে-কলমে থাকা আইনগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বিচারব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন তাহা নারী ও বালিকাদের জন্য সহজলভ্য ও বৈষম্যহীন হয়।আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শেকড় অনেক গভীরে, যার শুরু হইয়াছিল শ্রমিক আন্দোলন থেকে।১৯০৮ সাল: নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় প্রায় ১৫ হাজার নারী দর্জি শ্রমিক তাহাদের কর্মঘণ্টা কমানো, উন্নত বেতন এবং ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেন।১৯১০ সাল: ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে ”নারী দিবস” পালনের প্রস্তাব দেন। ১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা এতে সম্মতি দেন।১৯১১ সাল: সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে ১৯ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।১৯১৭ সাল: রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার নারী শ্রমিকরা ”রুটি ও শান্তি”-র দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। তারিখটি ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারি, যাহা বর্তমান গ্রিগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ৮ মার্চ।জাতিসংঘের স্বীকৃতি: ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে জাতিসংঘ প্রথমবার ৮ মার্চকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা শুরু করে এবং ১৯৭৭ সালে একে সাধারণ পরিষদে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প এবং ঘরের কাজে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া।বেতন বৈষম্য , লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী শিক্ষার মতো সমস্যাগুলো নিয়া বিশ্বব্যাপী আলোচনা করা।নারীদের সমান সুযোগ এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করিবার জন্য নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বেই এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। নারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইয়া পালন করা হয় ৮ মার্চ দিনটি। নারী দিবসের আগে থেকেই শুরু হইয়া যায় দিনটির প্রস্তুতি। সমাজে একটি নারীর অবদান অপরিসীম। সেই অবদানকেই স্মরণ করা হয় এই বিশেষ দিনে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নারী সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় এগিয়ে আসিয়াছে। কখনও তারা যোগ দিয়াছেন দেশকে স্বাধীন করিবার কাজে, কখনও আবার জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার কাজে।বিশ্বজুড়িৎ এই দিনটি নারীদের সংগ্রাম, তাহাদের অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য পালন করা হয়। প্রত্যেক বছর নারী দিবস উপলক্ষে নানান থিম রাখা হয়।মহাকাশ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে সব জায়গাতেই এখন দাপাইয়া বেড়াইতছেন নারীরা। তাহাদের উপর আস্থা রাখিলেই সমাজের মঙ্গল - এমন ভাবনা নিয়া এই বছর নারী দিবস পালন করিবে রাষ্ট্রসংঘ। প্রতি বছর ৮ মার্চ মা বোনদের সংগ্রাম তাহাদের অধিকারকে সম্মান জানাইয়া পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

ককবরক ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ৭ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে শনিবার ককবরক ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সেমিনারের মূল বিষয় ছিল ককবরক ভাষা ও সাহিত্য: ঐতিহ্য, পরিবর্তন ও সংরক্ষণ।

সেমিনারের উদ্বোধন করেন ককবরক অ্যাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ইনচার্জ সুমন অধিকারী সহ অন্যান্য শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। কলেজের ককবরক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে মোট ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বক্তারা ককবরক ভাষার ঐতিহ্য, পরিবর্তন এবং সংরক্ষণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, ককবরক ভাষা ও সাহিত্য ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষাটির চর্চা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় ককবরক ভাষার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং ভাষার উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

আয়োজকদের মতে, এ ধরনের সেমিনার ককবরক ভাষা ও সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন, প্রশিক্ষণ শিবিরে বিকল উদ্ধার বোট

তেলিয়ামুড়া, ৭ মার্চ: বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি কতটা কার্যকর, তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অতীতের এক মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতিও নতুন করে সামনে চলে এসেছে।

কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক দুর্ঘটনায় গাড়িচাপায় গুরুতর আহত হন গাড়িচালক মিহির দেবনাথ। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর চেষ্টা করা হলেও বিপর্যয় মোকাবেলার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ায় তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার জেরে তৎকালীন মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারকে বরখাস্তও করা হয়েছিল।

এরই মধ্যে সম্প্রতি আবারও একই ধরনের অব্যবস্থার চিত্র সামনে এসেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে চাকমাঘাট নৌকাঘাট এলাকায় যুবক-যুবতীদের নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রথমে জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ পরিচালনা এবং নৌকা চালানোর পদ্ধতি নিয়ে মৌখিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পর্বে গিয়েই দেখা দেয় সমস্যা। প্রশিক্ষণের জন্য আনা বোটটি চালু করতে গিয়ে দেখা যায়, সুইচ দেওয়ার পরেও বোটের যন্ত্র কাজ করছে না। ফলে উপস্থিত যুবক-যুবতীদের সামনে প্রশিক্ষণ কার্যত থমকে যায়।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রশ্নের সুর শোনা যায়। তাঁদের অভিযোগ, বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রশাসনের বিশেষ দল থাকলেও প্রায়ই দেখা যায় জরুরি সময়ে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ে। অতীতেও এমন অব্যবস্থার জেরে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়দের মতে, বিপর্যয়ের সময় দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হলে উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি সচল থাকা অত্যন্ত জরুরি। অথচ প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতেই

বিশ্বের বড় বড় উৎসব কোথায় হয়

অদ্ভুত সুন্দর প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক সম্পদ আর সুস্বাদু খাবারএগুলো তো আছেই; তবে কোনো দেশকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে চাইলে দেখতে হবে তারা কীভাবে উৎসব করে। উৎসব মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। তা হতে পারে পবিত্র বা সাধারণ, প্রথাগত বা প্রথাভঙ্গকারী, অদ্ভুত কিংবা বিপজ্জনক। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। রিওতে নাচা, ওয়াক্সাকাতে কঙ্কালের মতো করে সাজা, সিউলে কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া অথবা শেটল্যান্ডে ভাইকিং সেজে মেতে ওঠাপ্রতিটি মুহূর্তই যেন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস বিশ্বের বিভিন্ন উৎসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ওই প্রতিবেদনের আলোকে বিশ্বের ১০টি ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তথ্য প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

রিও কার্নিভ্যাল, ব্রাজিলঃ- ব্রাজিলের রাজধানী রিওতে ব্যতিক্রমধর্মী এ কার্নিভ্যালের আয়োজন করা হয়। পৃথিবীর আর কোনো শহরে রিওর মতো এত বড় পথ উৎসবের আয়োজন হয় না। রিও কার্নিভ্যালে ১০ দিন ধরে অবিরাম চলে সাম্বা নাচ, ঝলমলে গাড়ি প্রদর্শন। সর্বাত্মক উৎসবের আমেজ বিরাজ করে এবং রাস্তাগুলো আনন্দমুখর থাকে। এই কার্নিভ্যাল তিনটি অংশে বিভক্ত। টিকিট কেটে দেখা যায়এমন প্যারেড (স্যাম্বোড্রোমো স্টেডিয়ামে), টিকিট কিনে অংশ নেওয়া বল বা নৃত্যানুষ্ঠান এবং সবার জন্য উন্মুক্ত আনন্দ আয়োজন। প্যারেড অবশ্যই দেখা উচিত। তবে রোববার বা সোমবারে আয়োজিত ‘স্পেশাল গ্রুপ’ প্যারেডগুলোয় সেরা পরিবেশনাগুলো হয়ে থাকে। বল অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোপাকাবানা প্যালেসে আয়োজিত তারকায় ভরপুর ম্যাজিক বল সবচেয়ে আলোচিত। তবে এর টিকিটের দাম বেশ বেশি। খরচ এড়াতে চাইলে স্কালা ক্লাবে রাত্রিকালীন আয়োজন গালা পার্টি অথবা ব্লকোসে (স্থানীয় রাস্তার পার্টি) গিয়ে বিনা মূল্যে নাচা যায়।

হোলি, মথুরা-ঃ সনাতন ধর্মালম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতের মথুরায় রং ছোড়ার ঐতিহ্যের সূচনা করেছিলেন। দিল্লি থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার একটু বেশি দূরত্বে থাকা এই ছোট্ট শহর আজও উৎসাহ-উল্লাসে রং ছোড়ার উৎসব উদ্‌যাপন করে। এ উৎসবের নাম হোলি। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এ উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন তারিখ হয়ে থাকে। তবে সাধারণত মার্চ মাসে এর আয়োজন হয়।

মথুরার শ্রী দ্বারকাধীশ মন্দিরটি উৎসবের ড্রাম বাজানোর প্রাণকেন্দ্র। হোলি উৎসব চলাকালে মন্দিরের সামনের রাস্তাটি যেন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সেখানে যে কেউই রঙের লক্ষ্য হতে পারে! রং ছোড়াছুড়ির এ উৎসব শেষে মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত উজ্জ্বল রঙে ঢাকা পড়ে যায়। তাই উৎসবে অংশ নেওয়ার সময় লম্বা হাতার জামা ও ফুলপ্যান্ট পরার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ডে অব দ্য ডেড-ঃ মেক্সিকোয় আয়োজিত ‘ডে অব দ্য ডেড’ বা মৃত ব্যক্তিদের স্মরণোৎসব পৃথিবীর সবচেয়ে উন্মাদনাপূর্ণ হ্যালোইন উৎসব। এক সপ্তাহ ধরে চলে এ উৎসব। তবে মূল আয়োজন হয় প্রতিবছরের ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত।এ উৎসবের সময় রাস্তায় মানুষেরা কঙ্কাল সেজে হাঁটে আর রাতভর পার্টি করে।

এ হ্যালোইনে অংশ নেওয়ার আগে মুখোশ কিনতে হয়। আতজোম্পা শহরের বাজারেই কিনতে পাওয়া যায় মুখোশ।এরপর অন্ধকার নেমে এলে কোনো সমাধিস্থলে চলে যেতে হয়। বেশির ভাগ মানুষ পান্তেওন সান মিগুয়েল সমাধিতে যায়। তুলনামূলক শান্ত পরিবেশ চাইলে সান্তা ক্রুজ কোকোকতলানের সমাধিস্থলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ১ নভেম্বর হয়ে থাকে কম্পারসা প্যারেড।তবে শহরের কেন্দ্রস্থলের প্যারেডটা একটু বেশি পর্যটনকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। ১২ মাইল উত্তরে সান অগুস্তিন এটলা শহরে গেলে দেখা যায়, ক্যালাকাসরা বা কঙ্কালরূপী মানুষেরা ঘরে ঘরে গিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে আর টাকিলা পান করছে।

ভেনিস কার্নিভ্যাল-ঃ ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিশ্বের কয়েকটি উৎসবই ভেনিস কার্নিভ্যালের মতো ঐতিহ্য ধারণ করে। এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল ১১৬২ সালে। তবে ১৭৯৭ সালে উৎসবে অশ্লীলতা হয়এমন অভিযোগ তুলে এটি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭০-এর দশকের আগপর্যন্ত তা নিষিদ্ধ ছিল। সত্তরের দশক থেকে আবারও এ উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয়। ভেনিস কার্নিভ্যাল মূলত অদ্ভুত পোশাক পরার এক উৎসব। যে যত বেশি বর্ণাঢ্য ও অদ্ভুত পোশাক পরবে, তত ভালো। তবে ভেনিস কার্নিভ্যাল সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত মুখোশের জন্য। অদ্ভুত, ভৌতিক, হাস্যকর আর কখনো কখনো ভয়ংকর সব মুখোশ পরা হয়, যা কার্নিভ্যালের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কীভাবে এই মুখোশের ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে বলা হয়ে থাকে, এই মুখোশ পরার মধ্য দিয়ে পরিধানকারীরা একধরনের স্বাধীনতা ও অজ্ঞাতনামা হয়ে থাকার সুযোগ উপভোগ করেন। নিজেদের দৈনন্দিন পরিচয় ভুলে গিয়ে একেবারে মুক্ত ও উদ্দাম হয়ে ওঠার সুযোগ পান তাঁরা।

বোরিয়ং মাড ফেস্টিভ্যাল-ঃ মাটি মেখে গড়াগড়ি খাওয়াই এ উৎসবের আসল অংশ। উৎসবটি দক্ষিণ কোরিয়ার ছোট্ট শহর বোরিয়ংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সিউল থেকে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে বোরিয়ং শহরের অবস্থান। সেখানকার চারপাশে রয়েছে খনিজসমৃদ্ধ কাদামাটি। এ মাটিকে ত্বকের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। মূলত স্থানীয় প্রসাধনীশিল্পের প্রচারের উদ্দেশ্যে এ উৎসবের সূচনা হয়েছিল। তবে এখন উৎসব অনেক জনপ্রিয়। অসংখ্য কোরীয় ও বিদেশি পর্যটক কাদা মাখামাখির উৎসবে যোগ দিতে বোরিয়ং শহরে ভিড় জমান। সাধারণত জুলাই মাসে এ উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিবছর উৎসবে নতুন নতুন আয়োজন যোগ হয়। তবে কাদায় স্কিইং করা, কাদায় কুস্তি করা আর কাদা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করাটা সব সময়ই উৎসবের অংশ হয়ে থাকে।

মিউনিখের অক্টোবর ফেস্ট-ঃ ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই উৎসব চলে। নিঃসন্দেহে এটি বিয়ারপ্রেমীদের জন্য সেরা উৎসব। স্থানীয় বাসিন্দারা লেদেরহোসেন (একধরনের ঐতিহ্যবাহী পোশাক) পরে ঘোরেন। সেখানে ‘ওমপাহ’ ব্যান্ডের সংগীতের তালে তালে তাঁরা বিয়ার খান। থেরেসিয়েনভাইজে নামের স্থানে বিশাল আকারের ১৪টি তাঁবু তৈরি করে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের বিয়ার পরিবেশন করা হয়।

সপ্তাহের সোম থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আর সপ্তাহান্তে ও সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিয়ার দেওয়া হয়। বেলা ২টা ৩০ মিনিটের পর মূল তাঁবুগুলোয় আসন পেতে হলে আগে থেকেই বুকিং দিতে হয়। তবে বুকিং পাওয়া না গেলে শহরের অন্যান্য পাব ও বিয়ার হলগুলোতেও বিয়ারভিত্তিক এ উৎসবের মজা চালিয়ে যাওয়া যায়। নিউ অরলিন্সের মারডি গ্রাস উৎসব যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে হওয়া এ উৎসব উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে উন্মাদনাপূর্ণ পথ উৎসব। এখানে রাস্তায় বর্ণিল সব ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ ঘুরে বেড়ায়। সেখান থেকে ছুড়ে দেওয়া হয় প্লাস্টিকের মালা, খেলনা ও পানীয়। পাঁচ দিন ধরে প্যারেড চলে। মার্চে এই উৎসব হয়ে থাকে। প্রধান উৎসবমুখর রাস্তা হলো বোরবন স্ট্রিট। বড় প্যারেডগুলো সন্ধ্যা সাতটার দিকে শুরু হয়। ক্যানেল স্ট্রিটের উত্তর বা পূর্ব দিকে ব্যারিকেডের পাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে সহজেই ‘থ্রোজ’ ধরা যায়। থ্রোজ হলো ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ থেকে ছোড়া প্লাস্টিকের মালা ও খেলনা। ফরাসি-প্রভাবিত ফ্রেঞ্চম্যান স্ট্রিটের জ্যাজ বারে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া যায়।

বেলফাস্টের সেন্ট প্যাট্রিকস ডে-ঃ
সাধারণত মার্চে হয়ে থাকে এই উৎসব। এবারও মার্চ মাসে হয়ে গেল। আয়ারল্যান্ডের এ উৎসব অনেক মজার। একই সঙ্গে হাসি-আনন্দ আর শ্যামরকের (একধরনের ছোট উদ্ভিদ) মিশ্রণের স্বাদ নিতে চাইলে বেলফাস্টে যেতে হবে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট থেকে একগুচ্ছ শ্যামরক কিনে দুপুরের প্যারেডে অংশ নেওয়া যায়। প্যারেডটি অনুসরণ করে কাস্টম হাউস স্কয়ারে চলে যেতে হবে। সেখানে চলবে খাবার ও পানীয়। বিকেলজুড়ে সরাসরি উপভোগ করা যায় সংগীতের উৎসব।

লা তমাতিনা, বুনিওল-ঃ ১৯৪৫ সাল থেকে স্পেনের ছোট শহর ভ্যালেন্সিয়ানে এ উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে উন্মাদনাপূর্ণ পথ উৎসবগুলোর একটি। লা তমাতিনা উৎসব প্রতিবছর আগস্টের শেষ বুধবারে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর উৎপত্তি কবে, তা নিয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই।

এ উৎসবের মূল ব্যাপারটা হলো, সামনে যাকেই পাও, তার দিকে পচা টমেটো ছুড়ে মারো। টমেটো যত নরম হবে, তত ভালো। মূল টমেটো ছোড়ার উৎসব শুরু হয় বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে কোনো এক সময়ে। বিশাল ট্রাক থেকে অসংখ্য নরম টমেটো ঢেলে দেওয়ার পরই ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। একটি বন্দুক থেকে ফাঁকা গুলি ছুড়ে খেলাটি শুরু হওয়ার সংকেত দেওয়া হয়। এই টমেটো নিক্ষেপ সাধারণত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। তারপর সবাই গোসল করতে চলে যায়। ফায়ার ট্রাক এসে পুরো জায়গা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলে এবং দিনের শেষে মনে হয় যেন কিছুই ঘটেনি।

সংক্রান, চিয়াংমাই, থাইল্যান্ড -ঃ একই ধরনের আরেকটি উৎসব হলো সংক্রান, যা থাই নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত হয়। এ উৎসবে অপরিচিত মানুষদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়াই নিয়ম! জল ছিটানোকে মূলত পবিত্রতা অর্জনের প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়। তবে বাস্তবে এটি বিশাল এক পানিযুদ্ধে রূপ নেয়। উচ্চ ক্ষমতার ওয়াটারগান, জলবোমা, পাইপ বা হোস পাইপ, এমনকি বালতিসবকিছুই যেন এখানে বৈধ অস্ত্র! থাইল্যান্ডের প্রায় প্রতিটি শহরে নিজস্ব সংক্রান উৎসব হয়। তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাইলে উত্তরের ছোট শহর চিয়াংমাইতে যাওয়াই ভালো। বিদেশিরা (থাই ভাষায় ফারাং) এখানে বিশেষ লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ যেখানে যেখানে বেশি পর্যটক থাকেন, সেখানেই পানি ছিটানো বেশি হয়।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

পর্ব — ১

সূর্যোদয় ও শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজী ভোঁসলে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়,

“মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে-
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে
না হয় অস্থির, আঘাতে না
টলে”।।

.চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার ও দুর্যোগঘন পরিস্থিতি। কোনও দিকে আলোর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের বুক চিরে পূব আকাশে সূর্যের অরুণালোক যেমন সারা জগৎ কে উজ্জ্বল করে, আলোর রোশনাই-এ চারিদিক ঝলমল করে ওঠে, আশা, উৎসাহ ও নবজীবনের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তেমনি এক নতুন সূর্যের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে।

তখন সারা ভারত জুড়ে গভীর অন্ধকারময় পরিস্থিতি। দেশ যখন পরাধীন, বিদেশী-বিধর্মী মুসলমানেরা তখন দেশের শাসক। চারিদিকে চলছে তাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার। হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য দিগ্বিদিকে চলছে তাদের নগ্ন, দানবীয়, পাশবিক তাণ্ডব। গ্রামের পর গ্রাম চলছে লুট, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হচ্ছে। যারা ওই অত্যাচারীদের বশ্যতা স্বীকার করছে না তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জঘন্য অত্যাচার চলছে তাদের ওপর, শিশু ও বৃদ্ধরা পর্যন্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। হিন্দুদের মন্দির দেবস্থান কে অপবিত্র করে ফেলা হচ্ছে, ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে হিন্দুদের সমস্ত ঐতিহ্যকে। অথচ এই সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস নাই কারও। ভারত মাতা অসংখ্য বীর সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন যুগে যুগে কিন্তু সেই সময় ভারতমায়ের কি করুন অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশি বিধর্মী এইরকম নৃসংসতা চালিয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং দেশের শত্রুদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য বলিষ্ঠ মানুষের মতন একজন মানুষ নেই কোথাও। সেই দুর্যোগময় অন্ধকার কালরাত্রির বুক চিরে এক নতুন সূর্যের উদয় হয়েছিল ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহারাষ্ট্রের শিবনেরি দুর্গে। মাতা জিজাবাঈ শিবের আরাধনা করে যে পুত্র লাভ করলেন তিনি তার নাম রাখলেন শিবাজী। শিবাজী মহারাজের পিতা শাহাজি ভোঁসলে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তার মনে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সমগ্র ভারতের পরিস্থিতি ছিল বিশেষ প্রতিকূল। সেই সময়ে ভারতে মুসলমানদের পাঁচটি প্রধান রাজ্য ছিল — দিল্লীর মোগলশাহী, দৌলতাবাদের নিজামশাহী, বিজাপুরের আদিলশাহী, গোলকুন্ডার কুতুশাহী এবং বিদরের বরিদশাহী। এই পাঁচটি মুসলিম শাসক গোষ্ঠী হিমালয় থেকে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত সমগ্র ভারত কে পদানত করে রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য তখনও পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। দক্ষিণের এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শাহাজি ভোঁসলে কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐক্য, সামগ্রিক চেতনা আবশ্যক ছিল তখন হিন্দুদের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের মুসলিম শাসকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিবাজীর জন্মের কয়েক মাস আগে শাহাজি, নিজামশাহীর এর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনায় চলে আসেন এবং তার নিজের জাগিরের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং সেখানকার জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে এনে তার এলাকায় সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে মন দিয়েছিলেন। পুনার এই অঞ্চলটি আদিলশাহীর অধিকারে ছিল এবং সেখানে স্বাধীনভাবে নিজের হাতে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বাদশাহ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হয়েছিল অতএব আদিলশাহের উজীর খসাবখানের নির্দেশে সর্দার রায়ারাও এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে শাহাজী কে দমন করার উদ্দেশ্যে পুনার দিকে রওনা হলেন। আক্রমণের আশঙ্কা করেই সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কে শিবনেরি দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের পরলোকগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরীফজীর শ্বশুর বিজয়রাও। বিজয়রাও জিজাবাঈ কে খুব স্নেহ করতেন। জিজাবাঈ শিবনেরি দুর্গে পৌঁছানোর অল্পদিনের মধ্যেই রায়ারাও পুনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলেন সেইসঙ্গে বিধ্বস্ত হলো শাহাজীর স্বাধীনতার স্বপ্ন। তখন বাধ্য হয়েই মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। দিল্লিপতি শাহজাহানের এক সরদার দরিয়াখান রোহিলা বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দক্ষিণে চলে এসেছিল তখন তাকে দমন করার নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল শাহাজীর কে। শাহাজী যখন শিবনেরি থেকে বহুদূরে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন তখন শিবনেরি থেকে দুত এসে তাঁর পুত জন্মের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। এমন শুভক্ষনেও তার পক্ষে শিবনেরি যাওয়া সম্ভব ছিলনা। তার বেশ কয়েকদিন পর দরিয়াখানকে পরাজিত করে তার পুত্র সন্তান শিবাজীর মুখ দর্শন করেছিলেন।।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

পর্ব — ২

ছোট্ট শিবাজী

কথিত আছে যে, শাহাজী’র পিতা মালোজী রাজে ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত। একবার শিবঠাকুর নাকি মালোজী কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, “আমি তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করব”। মালোজী’র এই স্বপ্নের কথা মালোজী’র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিঠোজী, মাতা জিজাবাঈ কে বলেছিলেন।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতি মাতা জিজাবাঈ সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকতেন ভারতমায়ের কথা ভেবে। এই দেশ আমাদের, তবু কেন আমাদের (হিন্দুদের) ধর্মিক কাজকর্ম, রীতি-নীতি পালন ভয়ে-ভয়ে, লুকিয়ে-লুকিয়ে গোপনে করতে হয়?

হিন্দুরা কেন নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সংস্কৃতির উপর অকারণে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে, কেন তাদের চরম দুঃখ, দুর্দশা ও অপমানের জীবন অতিবাহিত করতে হয়.?

কেন রাম ও কৃষ্ণের এই পবিত্র ভূমিতে আজ বিদেশি বিধর্মীদের অন্যায় শাসন? মারাঠারা অতীব সাহসী ও নির্ভীক,তবু কেন তারা বিধর্মী ও বিদেশী দের ক্রীতদাস হয়ে সারা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়? এইসব হাজারো প্রশ্ন জিজাবাঈ- এর মনে ভীড় করতে থাকে।

শিবাজীর জন্মের আগে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই, দৌলতাবাদের নিজমশাহের প্রকাশ্য দরবারের মধ্যে নেশাগ্রস্ত বাদশাহের নির্দেশে জিজাবাঈ -এর পিতা লখুজী যাধবরাও ও তাঁর দুই পুত্র (জিজাবাঈ -এর দুই ভাই) এবং পৌত্র জশবন্ত রাও-কে হত্যা করা হয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। এই ঘটনা জিজাবাঈ এর মনের মধ্যে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং তার মন থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

দেশকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অগ্নিশিখার মতো তার অন্তরে জ্বলতে থাকে। দিল্লির বাদশাহ আকবর তারপরে তার পুত্র জাহাঙ্গীর এই দেশ আক্রমণ করেছে কিন্তু তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে আমাদের দেশের স্বদেশীরা। আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা শত্রুদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছি। কিন্তু এসব এবার শেষ হবে ভগবান শিবের কৃপায়। সেই সময়ই বিঠোজী জিজাবাঈ কে মালোজী’র স্বপ্নের কথা বলেছিলেন। জিজাবাঈ -এর পুত্র জন্মের সংবাদ শিবনেরি দূর্গে এক অপরিসীম আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছিল, সকলে দীপ জ্বালিয়ে, ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। এই পুত্র যে পূজনীয় শশুর মহাশয় মালোজী-এর স্বপ্নের সাক্ষাৎ রূপায়ণ তাতে তার কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মাতা জিজাবাঈ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন- আমার প্রাণ সর্বস্ব পুত্র যেন ভারতমাতার আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকে। শুধু মাত্র মহারাষ্ট্র নয়, তাদের পুত্র যেন সারা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন দিয়েছো তা শুধু আমার একার নয় সমগ্র দেশের ও ধর্মের সম্পদ হোক। মা আমাকে করুণা করো। হে শক্তিদায়িনী মা, আমাকে শক্তি দাও যেন তোমার এই দানকে আমি আমার সর্বশক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি। জন্মের দ্বাদশ দিনে বালকের নামকরণ সম্পন্ন হয়েছিল। শিবনেরি দুর্গে ‘দেবী শিবাই’ এর ছত্রছায়ায় শিবের আরাধনায় জন্ম হয়েছে বলে তার পুত্রের নাম রাখা হয়েছে শিবাজী। জ্যোতিষী রা ভাগ্য গণনা করে বলেন, “অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী ও বীরপুরুষ হবে, অতি ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী হবে এবং চতুর্দিকে ভারতীয় সভ্যতার গৌরব তার পতাকা উড্ডীন করবে”। এরপর থেকেই মাতা জীজাবাঈ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে এবং মনে মনে এই কামনা করতে থাকেন, “তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠো আমাদের রাজা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে ”।

ক্রমেই বালক শিবাজী হাঁটতে শিখলো, তারপর দুর্গের মধ্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করে খেলে বেড়াতে থাকলো। তখন জিজাবাঈ-এর অবস্থা হয়েছিল মা যশোদার মত। শ্রীকৃষ্ণের মতোই চপল, চঞ্চল শিবাজী তার মাতা জিজাবাঈ কে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। অতীব স্নেহে, যত্নে জিজাবাঈ নিজের হাতে শিশুপুত্রকে স্নান করিয়ে মন্দিরে নিয়ে যান। ছোট্ট শিবাজীর হাত দিয়ে দেবতার চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করান, নিজে পূজা করেন, নিজের পুত্র ও দেশের মঙ্গল কামনা করেন। মাতার এই ভক্তিভাব ধীরে ধীরে ছোট্ট শিবাজীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। এইভাবে মন্দিরে গিয়ে ছোট্ট শিশুর আশচর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে মা তো অবাক হয়ে যান। দেবতার সামনে উপস্থিত হলে তার সব দুষ্টুমি যেন কোথায় পালিয়ে যায়। সে একমনে মায়ের পুজো দেখে। মায়ের মতোই হাত জোড় করে শান্ত হয়ে বসে থাকে শিবাজী।

রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে তার পিতা শাহাজীর বীরত্বের গল্প কাহিনী শোনে। উপযুক্ত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শোনাতেন, মুখে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত ছোট্ট শিবাজী। দিনের বেলায় খেলার সময় শিবাজী নিজেই পাথরের টুকরো সাজিয়ে কেল্লা তৈরি শুরু করে, গাছের সরু ডাল বা কঞ্চি হতো তলোয়ার। তারপর শুরু হয় কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। শত্রু ধ্বংস করে যখন মার কাছে ফিরে আসত, তখন যুদ্ধের বর্ণনা শুনে বড় বড় চোখ করে বীর পুত্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মাতা জিজাবাঈ। এভাবে ধীরে ধীরে প্রবল দেশপ্রেম ছোট্ট শিবাজীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কোটায় নতুন বিমানবন্দর প্রকল্পের শিলান্যাস

আঞ্চলিক উন্নয়নে গতি আসবে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

জয়পুর, ৭ মার্চ (আইএএনএস): রাজস্থানের কোটায় প্রস্তাবিত বিমানবন্দর প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা করে তিনি বলেন, এই বিমানবন্দর হাড়োতি অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা নেবে এবং আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্মরণ করিয়ে দেন যে সম্প্রতি তিনি আজমের সফরে গিয়ে রাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছিলেন। পাশাপাশি রাজস্থানের ২১ হাজারের বেশি যুবকের হাতে নিয়োগপত্রও তুলে দেওয়া হয়েছিল।

মোদি বলেন, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও বড় একটি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা রাজস্থানে উন্নয়নের দ্রুত গতিকেই তুলে ধরছে।

প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই বিমানবন্দর থেকে কোটা, বুন্দি, বারান এবং ঝালাওয়ার-সহ সমগ্র হাড়োতি অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন।

তিনি বলেন, আগে এই অঞ্চলের মানুষকে বিমানে যাতায়াতের জন্য জয়পুর বা যোধপুর যেতে হত, ফলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। বিমানবন্দর চালু হলে যাতায়াত সহজ হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও দ্রুত বাড়বে।

কোটাকে তিনি দেশের অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র এবং শক্তি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন। এই অঞ্চলে পারমাণবিক, কয়লাভিত্তিক, গ্যাস ও জলবিদ্যুৎবিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও কোটার কচুরি, কোটাডোরিয়া শাড়ি, কোটাস্টোন ও স্যান্ডস্টোনের মতো স্থানীয় পণ্য আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ধনিয়া ও বুন্দির বাসমতি চালের মতো কৃষিজ পণ্যের কথাও তুলে ধরেন।

পর্যটনের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রী মথুরাধীশ জি পীঠ, কেশব রায় পাটন, খাদে গণেশ জি মহারাজ এবং গোদাবরী বালাজি ধাম-এর মতো ধর্মীয় স্থানে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে উন্নত বিমান যোগাযোগের ফলে।

তিনি আরও বলেন, মুকুন্দ্রা পাহাড় জাতীয় উদ্যান এবং রামগড় বিষধারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-এর মতো বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্রও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে পর্যটনের বড় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী অবকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প-এর অধীনে রেলস্টেশন আধুনিকীকরণ এবং দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে-এর মাধ্যমে সড়ক সংযোগ উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন।

এছাড়া কোটার সাংসদ ও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-র উন্নয়নমূলক উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি।

দেশে বিমান চলাচল অবকাঠামোর প্রসার সম্পর্কে মোদি বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশে প্রায় ৭০টি বিমানবন্দর ছিল, আর বর্তমানে তা বেড়ে ১৬০-র বেশি হয়েছে। নতুন বিমানবন্দরগুলি বিমানযাত্রা সহজ করেছে, পর্যটন ও কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

তিনি আরও জানান, জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের আশেপাশেও নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে, যেমন হিসার, হিন্দন এবং জেওয়ার।

শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করলে উন্নয়নের গতি বহুগুণ বাড়ে এবং সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে রাজস্থান।

পাকিস্তানে বিক্ষোভে ২৬ জন নিহত

নিরাপত্তাবাহিনীর গুলি ব্যবহারে উদ্বেগ: অ্যামনেস্টি

ইসলামাবাদ, ৭ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে অন্তত ২৬ জন নিহত হওয়া এবং নিরাপত্তাবাহিনীর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি-এর হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১ মার্চের সেই বিক্ষোভে নিহত, আহত এবং নিরাপত্তাবাহিনীর বলপ্রয়োগ নিয়ে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, করাচি-তে মার্কিন কনস্যুলেটের বাইরে বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ঢুকে পড়লে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন নিহত এবং ৯৬ জন আহত হন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বহু মানুষের শরীরে গুলির আঘাত পাওয়া গেছে।

এছাড়া ইসলামাবাদ-এর ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের কাছে সংঘর্ষে অন্তত দুইজন নিহত এবং ৩০ জনের বেশি আহত হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সেখানে রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল।

অন্যদিকে পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট-বালতিস্তানের স্কার্দু অঞ্চলে বিক্ষোভের সময় আরও ১৪ জন নিহত হন, যার মধ্যে একজন সেনা সদস্যও রয়েছেন। সেখানে বিক্ষোভকারীরা ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষক দল (ইউএনএমওজিআইপি)-এর দফতর, একটি স্কুল এবং কয়েকটি পৌর কার্যালয়ে আগুন লাগায়।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক বাবু রাম পন্থ বলেন, বিক্ষোভকারীদের ওপর নিরাপত্তাবাহিনীর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এটি বেআইনি বলপ্রয়োগের ইঙ্গিত দিতে পারে।

তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করা এবং মতপ্রকাশ করা বিক্ষোভকারীদের অধিকার। এমন পরিস্থিতিতেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সংযম দেখাতে হবে এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বলপ্রয়োগ করা যাবে না।প্যান্ট আরও বলেন, প্রাণঘাতী শক্তি কেবলমাত্র শেষ বিকল্প হিসেবে এবং তখনই ব্যবহার করা উচিত, যখন কারও জীবনের উপর সরাসরি হুমকি তৈরি হয়।তিনি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে বিক্ষোভের সময় সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিহতদের পরিবার ও আহতদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি।

মরণোত্তর ‘বেস্ট ইনডমিটেবল উইম্যান ইন অ্যাডভান্সিং ডেমোক্রেসি’ সম্মান পাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৭ মার্চ (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া-কে মরণোত্তর ‘বেস্ট ইনডমিটেবল উইম্যান ইন অ্যাডভান্সিং ডেমোক্রেসি’ সম্মানে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ)।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘ইনডমিটেবল উইম্যান অ্যাওয়ার্ড’ কর্মসূচির অধীনে এই সম্মান প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দৃঢ় নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য খালেদা জিয়াকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংবাদপত্র ঢাকা ট্রিবিউন।

এ বছর আরও পাঁচজন নারীনুরুন্নাহার আক্তার, ববিতা খাতুন, নূরবানো কবির, শামলা বেগম এবং আফরোজা ইয়াসমিনপাঁচটি পৃথক বিভাগে ‘বেস্ট ইনডমিটেবল উইম্যান’ হিসেবে সম্মানিত হবেন।

এই পুরস্কার ঘোষণার সময়ই বাংলাদেশে নির্বাচনে নারীদের কম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সমালোচনা বাড়ছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম ছিল বলে বিভিন্ন মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মোট ২,৫৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১০৯ জন বা ৪.২৪ শতাংশ ছিলেন নারী। এর মধ্যে ৭২ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী এবং বাকিরা স্বতন্ত্র প্রার্থী।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কট্টরপন্থী দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ২৭৬ জন প্রার্থী দিলেও একজন নারী প্রার্থীও দেয়নি। একইভাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-ও ২৬৮ জন প্রার্থী দিলেও কোনও নারীকে মনোনয়ন দেয়নি।

একসময় দীর্ঘদিন নারী নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩০০টি আসনের জন্য ৩২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১০ জন নারীকে টিকিট দিয়েছিল।

এছাড়াও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট-সহ কয়েকটি দল শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থী দিয়েছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ১৩তম সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সর্বনিম্ন। ৩০০টি আসনের মধ্যে মাত্র সাতজন নারী প্রার্থী জয়ী হন।

মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিজেপিই দায়ী: কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে আক্রমণ অখিলেশ যাদবের

লখনউ, ৭ মার্চ (আইএএনএস): ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ও বাড়তি করের বোঝা নিয়ে কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। শনিবার লখনউয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের ওপর ক্রমেই বাড়ছে আর্থিক চাপ।

অখিলেশ যাদব বলেন, “বিজেপি নেতারা ক্ষমতা ছাড়লেই মুদ্রাস্ফীতি কমবে।” তাঁর অভিযোগ, সরকার একের পর এক কর বাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ।

রান্নার গ্যাসের দামের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, একবার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়লে তা আর সহজে কমে না। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, গাড়ির ওপর প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কর আরোপ করা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ আরও বাড়াচ্ছে।

এদিনের কর্মসূচিতে প্রাক্তন ডিআইজি রাম শরদ রাম-সহ কয়েকজন ব্যক্তি সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন। তাঁদের স্বাগত জানিয়ে অখিলেশ বলেন, ক্রমশ বেশি মানুষ দলে যোগ দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে সমাজবাদী পার্টির প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়ছে।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও রাজ্য সরকারকে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। কানপুরের একটি ঘটনার উল্লেখ করে অখিলেশ অভিযোগ করেন, পুলিশের কল ডিটেইল প্রকাশ্যে আসায় কিছু পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে চোরাকারবারিদের যোগসাজশের অভিযোগ সামনে এসেছে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি পুলিশ আধিকারিকদের কল রেকর্ড পাওয়া যায়, তবে চোরাকারবারিদের কল রেকর্ড কেন একইভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।

এছাড়াও বিজেপির বিরুদ্ধে একটি গানকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সমাজবাদী পার্টিকে বদনাম করার অভিযোগ তোলেন অখিলেশ। তিনি জানান, এই বিষয়ে এফআইআর দায়ের করা হবে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শাসনকালের কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি। অখিলেশ দাবি করেন, সমাজবাদী পার্টি সরকারের সময় একাধিক বড় উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ছাত্রদের ল্যাপটপ বিতরণ, গোমতী রিভারফ্রন্ট প্রকল্প, ডায়াল-১০০ জরুরি পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং ক্যান্সার ইনস্টিটিউট স্থাপন।

তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে সর্বাধিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও সমাজবাদী পার্টি সরকারের আমলেই স্থাপিত হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, কিছু জায়গায় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। সমাজবাদী পার্টির কর্মীরা আপত্তি না তুললে বহু বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যেতে পারত বলেও দাবি করেন তিনি।

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে অখিলেশ বলেন, রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিশ্বস্ত অংশীদার। সেখান থেকে সস্তায় তেল পাওয়া গেলে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তা গ্রহণ করা উচিত।

শেষে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত ও সংখ্যালঘুদের জোটযাকে তিনি পিডিএ (পিছড়া, দলিত, আলপসংখ্যক) জোট বলেছেনসরকার গঠন করবে।

নেপাল-শ্রীলঙ্কা পুরনো রুটে ফের মাদক পাচার সক্রিয়, নজরে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (আইএএনএস): নেপাল থেকে ভারত হয়ে শ্রীলঙ্কায় মাদক পাচারের পুরনো রুট আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে সতর্ক করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। এই রুট ব্যবহার করে মূলত হ্যাশিশ তেল ও চরস পাচার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)-র চেন্নাই ও হায়দরাবাদ জোনাল ইউনিটের যৌথ অভিযানে প্রায় ১০ কোটি টাকার হ্যাশিশ তেল ও চরস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানটি কেন্দ্রের ‘নেশা মুক্ত ভারত’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে চালানো হয়।

একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কায় হ্যাশিশ ও চরসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশটিতে সাম্প্রতিক সময়ে মাদকাসক্তির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলেও তারা জানিয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, শ্রীলঙ্কা ভারত মহাসাগরের কৌশলগত অবস্থানের কারণে মাদক পাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। শুধু নেপাল থেকেই নয়, আফগানিস্তানের গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অঞ্চলে উৎপাদিত মাদক পাকিস্তান ও ইরান হয়ে এই রুটে পাচার করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের মতে, দক্ষিণ ভারতকে এই পাচারচক্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে। মাদকদ্রব্য সাধারণত থুথুকুডি বা কোডিয়াক্কারাই উপকূলে পৌঁছায়।

এরপর একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক মাঝসমুদ্রে শ্রীলঙ্কার সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সেখানেই মাদকের চালান হস্তান্তর করা হয়।

তদন্তকারী সংস্থাগুলির মতে, এই ল্যান্ডিং পয়েন্টগুলি নতুন নয়। অতীতে আফিমসহ বিভিন্ন মাদক এখানেই নামত এবং শ্রীলঙ্কার পাচারকারীরা তা সংগ্রহ করত।

এনসিবি সূত্রে জানা গেছে, শ্রীলঙ্কার ট্রিনকোমালি, গ্যালে এবং কলম্বো প্রধান প্রবেশ ও প্রস্থান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্য এক কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে এই মাদক ব্যবসার পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। আগে দুই-তিন মাসে একটি বা দুটি মাদক পাচারের ঘটনা ধরা পড়ত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন যে ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কায় প্রায় ৩৫,০০০টি মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে।

২০১৯ সালের পর থেকে দেশটিতে মেথঅ্যামফেটামিনের চাহিদাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। মাদক শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর পর পাচারকারীরা স্থানীয় অপরাধী, জেলে ও সংগঠিত গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে তা প্যাকেটজাত করে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়।গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, পাকিস্তান সীমান্তে কড়া নজরদারির কারণে সম্প্রতি এই নেপাল-ভারত-শ্রীলঙ্কা রুটের ব্যবহার বেড়েছে।

ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সংস্থাগুলি যৌথভাবে এই পাচার রুখতে কাজ করছে। পাশাপাশি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী দক্ষিণ ভারত থেকে বেরোনো মাছ ধরার ট্রলারগুলির উপরও নজরদারি বাড়িয়েছে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, নেপাল থেকে পরিচালিত এই চক্রের মূল নিয়ন্ত্রক একজন শ্রীলঙ্কার নাগরিক। তিনি পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপালের সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মাদক দক্ষিণ ভারতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং পরে তা সমুদ্রপথে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়।

অভিযান এখনও চলছে এবং পাচারকারীরা যে ফাঁকফোকর ব্যবহার করছে সেগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

রাহুল সিনহার রাজ্যসভা মনোনয়নে অনিয়মের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল

কলকাতা, ৭ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা-র মনোনয়নপত্রে একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মন্ত্রী জানান, অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য রাহুল সিনহার মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় একাধিক প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ও অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।

গত ৫ মার্চ তিনি মনোনয়নপত্রের সঙ্গে বাধ্যতামূলক হলফনামা (ফর্ম-২৬) জমা দেন। অভিযোগ, প্রাথমিক যাচাইয়ের সময় রিটার্নিং অফিসার কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করেন এবং একটি ‘চেকলিস্ট’ও দেন।

অরূপ বিশ্বাসের দাবি, সেই সময় হলফনামার একাধিক ঘর অসম্পূর্ণ ছিল এবং মনোনয়ন জমার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনেই তা উল্লেখ করা হয়েছিল।

কিন্তু পরে যখন হলফনামাটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়, তখন দেখা যায় বেশিরভাগ ঘর পূরণ করা হয়েছে বা ‘নট অ্যাপ্লিকেবল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে পরে সংশোধিত হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, যাচাই প্রক্রিয়ার সময় কয়েকজন অনুমোদিত প্রতিনিধি হলফনামার অসঙ্গতি নিয়ে আপত্তি জানাতে চাইলে রিটার্নিং অফিসার তাদের কথা শোনেননি। বরং পরে লিখিতভাবে আপত্তি জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সময়ই মনোনয়ন যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাহুল সিনহার হলফনামায় আয়কর সংক্রান্ত তথ্য, ফৌজদারি মামলার ঘোষণা, সম্পত্তির বিবরণ, বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য এবং গাড়ির বিবরণসহ একাধিক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে।

এছাড়াও অভিযোগ করা হয়েছে যে মোট সম্পদের পরিমাণ ‘শূন্য’ দেখানো হলেও হলফনামার আগের অংশে সম্পত্তির উল্লেখ রয়েছে।

আরও দাবি করা হয়েছে, রাহুল সিনহার স্ত্রীর নামে ঋণ থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে ঘোষিত সম্পদের মূল্য এবং প্রকৃত বাজারমূল্যের মধ্যেও বড় ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ।

তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অভিযোগে আরও উল্লেখ করেছে যে সুপ্রিম কোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায় অনুযায়ী প্রার্থীর হলফনামার কোনও ঘর ফাঁকা রাখা যাবে না এবং অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়াও আইনবিরুদ্ধ।

অরূপ বিশ্বাস বলেন, “ভোটারদের প্রার্থীর সম্পূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রয়েছে এবং তা সংবিধানের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত।”

এই পরিস্থিতিতে রাহুল সিনহার মনোনয়ন যাচাইয়ের পুরো প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা এবং আইন অনুযায়ী তার মনোনয়ন বাতিল করার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

মন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সিদ্ধান্ত কোচিতে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ভিড়তে অনুমতি: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মধ্যে ইরানের একটি নৌজাহাজকে কোচিতে ভিড়তে অনুমতি দেওয়ার ভারতের সিদ্ধান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। শনিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাইসিনা সংলাপ-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ওই জাহাজগুলি “ঘটনাপ্রবাহের ভুল সময়ে ভুল জায়গায় পড়ে গিয়েছিল”।

জয়শঙ্কর জানান, ইরানের পক্ষ থেকে তাদের নৌজাহাজ আইরিস লাভান-এর জন্য ভারতের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। জাহাজটি ওই অঞ্চলে টহল দেওয়ার সময় প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়ে।

গত মাসে আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনায় অংশ নেওয়ার পর প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে জাহাজটি কোচির দিকে রওনা দেয়। ভারত সরকার জানায়, ইরান কয়েক দিন আগেই এই বিষয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, যা আইরিস ডেনা-র শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে ঘটে যাওয়া ঘটনার আগেই।

এই জাহাজগুলি আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনা এবং মিলান ২০২৬ নৌ মহড়ায় অংশ নিতে ভারতে এসেছিল। ১৫ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশাখাপত্তনম-এ।

জয়শঙ্কর জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের পক্ষ থেকে বার্তা আসে যে জাহাজটি সমস্যায় পড়েছে এবং ভারতের নিকটবর্তী বন্দরে ঢুকতে চায়। ১ মার্চ ভারত সেই অনুমতি দেয়। পরে কয়েক দিনের মধ্যে জাহাজটি কোচি বন্দরে পৌঁছে নোঙর করে। জাহাজের ১৮৩ জন নাবিক বর্তমানে নৌবাহিনীর একটি কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, “জাহাজটিতে অনেক তরুণ ক্যাডেট ছিল। তারা কাছাকাছি একটি কেন্দ্রে নেমেছে। যখন এই জাহাজগুলি ভারতে এসেছিল, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তারা নৌবহর পর্যালোচনায় অংশ নিতে এসেছিল, কিন্তু পরে পরিস্থিতি বদলে যায়।”

তিনি আরও বলেন, “জাহাজটি সমস্যায় পড়ে আমাদের বন্দরে ঢুকতে চাইলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয় আমরা সঠিক কাজই করেছি।”

ইরানের তিনটি জাহাজআইরিস ডেনা, আইআরআইএস লাভান এবং আইরিস বুশেহরভারতের আয়োজিত নৌ মহড়ায় অংশ নিতে এসেছিল।

জয়শঙ্কর জানান, অন্য একটি জাহাজের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং একটি জাহাজ দুর্ভাগ্যবশত ডুবে যায়।

৪ মার্চ শ্রীলঙ্কার গালে উপকূল থেকে প্রায় ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন সাবমেরিনের ছোড়া টর্পেডোর আঘাতে আইরিস ডেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা যায়। পরে জাহাজটি ডুবে যায়।

শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমুদ্র থেকে ৮৭টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৩২ জন নাবিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। পরে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ঘটনাটি নিশ্চিত করেন।সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকে ঘিরে চলা বিতর্ক নিয়েও মন্তব্য করেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, “ভারত মহাসাগরের বাস্তবতা বুঝতে হবে। দিয়েগো গার্সিয়া-তে গত পাঁচ দশক ধরে বিদেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। একইভাবে জিবুতি-তেও বিদেশি বাহিনীর উপস্থিতি নতুন কিছু নয়। আর হাম্বানটোটা বন্দরও গত দুই দশকের মধ্যেই গড়ে উঠেছে।”

গুণা লোকসভা এলাকার শহরগুলিকে প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি সিন্ধিয়ার

নয়াদিল্লি/গ্বালিয়র, ৭ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের গুণা লোকসভা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে প্রস্তাবিত ‘মধ্য ভারত বিকাশ পথ’ এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি-কে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

‘মধ্য ভারত বিকাশ পথ’, যা ‘নাগপুর—ভোপাল—গ্বালিয়র গ্রিন করিডর’ নামেও পরিচিত, মধ্যপ্রদেশে প্রস্তাবিত একটি বড় ৭৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে। এটি বেতুল থেকে মোরেনা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং ভোপাল ও গ্বালিয়রসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন ও লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিঠিতে সিন্ধিয়া উল্লেখ করেন, তাঁর গুণা লোকসভা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন অশোকনগর, মুঙ্গাওলি ও চন্দেরি বর্তমানে সরাসরি কোনও জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই শহরগুলিকে প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হলে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ, শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, উন্নত সড়ক সংযোগ গ্বালিয়র—চম্বল বিভাগ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নতুন গতি আনবে এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

প্রস্তাবিত ‘মধ্য ভারত বিকাশ পথ’ বর্তমানে প্রাথমিক সমীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে, যা আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা। এই সমীক্ষায় চন্দেরি, অশোকনগর ও মুঙ্গাওলিকে করিডরের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিন্ধিয়া বলেন, ভারত সরকারের ‘ভিশন ২০৪৭’-এর আওতায় মধ্যপ্রদেশে প্রস্তাবিত নতুন এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই প্রকল্প।

প্রায় ৭৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডর মোরেনা থেকে শুরু হয়ে গ্বালিয়র—চম্বল অঞ্চল অতিক্রম করে নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এতে বড় শহরগুলির মধ্যে যাতায়াত সহজ হবে এবং চন্দেরি ও অর্চ্ছার মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রেও যোগাযোগ উন্নত হবে। পাশাপাশি নাগপুর ও হায়দরাবাদের মধ্যেও সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

সিন্ধিয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মধ্যপ্রদেশে প্রস্তাবিত নর্মদা প্রগতি পথ, বিন্ধ্য এক্সপ্রেসওয়ে ও মালওয়া—নিমার বিকাশ পথের মতো প্রকল্পগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি আনবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে মধ্যপ্রদেশে পরিকাঠামো উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে এবং নাগরিকরা উন্নত যোগাযোগ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ পাবেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকেন ? বাড়ছে স্ট্রোকের ঝুঁকি

ঘুমিয়ে পড়লেই নাক ডাকেন? এই অভ্যাস মোটেও ভাল নয়। সশব্দে নাক ডাকলে পাশে শুয়ে থাকা সঙ্গীরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আপনার নিজের। ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকার অভ্যাসকে চিকিৎসার ভাষায় 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' বলা হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই এই নাক ডাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ৫০ বছর বয়সের আগেই যদি কারও নাক ডাকার সমস্যা শুরু হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। অর্থাৎ নাক ডাকা আপনার মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়টিকে ভুলেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সম্প্রতি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সের ৭৬৬, ০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ৭,৫০০ জন ব্যক্তি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছিলেন। এই সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে রাতে নাক ডাকার অভ্যাস ভবিষ্যতে হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হল এমন একটি স্বাস্থ্য অবস্থা, যেখানে ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা তৈরি হয়। এর ফলে উচ্চস্বরে নাক ডাকা এবং ঘন ঘন নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। ১০ বছর ধরে সমীক্ষা চালানোর পর দেখা গিয়েছে, যাঁরা এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে স্ট্রোকে ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি গবেষকেরা বলছেন, যে সব ব্যক্তি ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনে (এক প্রকার হৃদরোগ, যেখানে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক হয়) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি।

এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, যে আপনি অবহেলা করবেন। স্থূলতা, ধূমপান, মদ্যপানের মতো বিষয়গুলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। প্রথম থেকে সুস্থ লাইফস্টাইল মেনে চললে নাক ডাকা কমাতে পারেন।

অনেকেই একা ঘুমাবেন। সেক্ষেত্রে বোঝা যায় না যে, আপনি রাতে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন কিনা। ঘুম থেকে ওঠার পর গলা খুব বেশি শুকিয়ে যায়? তখন বুঝবেন আপনি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত। এছাড়া স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত হলে সারাদিন ধরে ঝিমুনি ভাব, ক্লান্তি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এছাড়া ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দেয়।

৪০ পেরোলে পোস্ত খেলে শরীরে শক্তি থাকবে অফুরান

৪০ পেরোলে শরীরে একাধিক সমস্যা হতে পারে, শরীরে একাদিক পরিবর্তন শুরু হয়। আর তাই প্রথম থেকেই যত্নবান হওয়া খুব জরুরি। এই সময় শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয়, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। আর তাই এই সময় এমন কিছু খাবারই খাওয়া উচিত যা শরীরের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। খাবারের প্লেটে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে রাখতে হবে। তেল-মশলা কমিয়ে ফেলতে হবে। রেড মিট, মিষ্টি, ময়দা এসব বাদ দিন একেবারে ডায়েট থেকে। সঙ্গে ড্রাই ফ্রুটস রাখবেন সব সময়। খিদে পেলে ফাস্ট ফুড বাদ দিয়ে তাই খান। কথায় বলে ৪০ মানে বার্ধক্যের শুরু। কারণ এই সময় শরীরে ম্যাঙ্গানিজের ঘাটতি দেখা যায়।

ফলে হাড়, মস্তিষ্ক, জয়েন্ট, পরিপাকতন্ত্র একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব দুর্বলতা দূর করতে অনেকেই বাদাম, আখরোট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে এর থেকেও কাজের হল পোস্তদানা। যাবতীয় দুর্বলতা দূর করতে পোস্তদানার কোনও জুড়ি নেই। পোস্ত ভিজিয়ে রেখে রোজ সকালে ছেঁকে খালি পেটে খেলে শরীরে জোর বাড়বে। আর পোস্ত খেলে ঘুম খুব ভাল হয়। তাই রোজ ভাতের সঙ্গে একটু করে কাঁচাপোস্ত বেটে খেতে পারেন। বা আলু, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শ, পটল কিংবা মাছ এর সঙ্গে পোস্ত মিশিয়ে তরকারি মনে রাখবেন। পোস্তর মধ্যে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে।

৪০ পেরোলেই শরীরে ব্যথা, বেদনা বাড়তে থাকে। পোস্তর মধ্যে থাকে মরফিন, কোডাইন, থেবেইন- যা যে কোনও রকম ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। যে কারণে পোস্ত খেতে বলা হয়। পোস্ত দেওয়া ড্রাই ফ্রুটস লাড্ডুও খেতে পারেন। এতেও কিন্তু কাজ হবে। এছাড়াও ড্রাই ফ্রুটসও খেতে পারেন। পোস্তর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ বেশি পরিমাণে থাকে। যে কারণে পাচনতন্ত্র সক্রিয় থাকে। এছাড়াও মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, কোলিন, থায়ামিন, ভিটামিন- এত কিছু থাকে পোস্তর মধ্যে। আর তাই পোস্তর দাম যে সোনার সমান হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

পোস্ত দানা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। পোস্তর দানার মধ্যে ভরপুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যে কারণে তা স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। আজকাল মহিলাদের মধ্যে হরমোনঘটিত রোগের প্রকোপ অনেকটাই বেশি। থাইরয়েডের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। আর পোস্ত দানা শরীরে এনজাইমগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে থাইরক্সিন হরমোনের ভারসাম্যও বজায় থাকে। এছাড়াও হার্ট ভাল রাখতে, ত্বক ভাল রাখতে এবং মাথা ঠান্ডা রাখতে নিয়ম করে পোস্ত খান।

এই ৫ খাবার ঠিকভাবে না খেলে পেট খারাপ, ডায়ারিয়া হতে পারে

খাবারের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। যার ফলে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, দুর্বলতা, পাতলা পায়খানা, পেটে ক্র্যাম্প একাধিক কিছু হতে পারে। ডায়ারিয়া অনেক কারণে হতে পারে। মূলত এটি জলবাহিত রোগ। তবে খাবারে সংক্রমণ, বিষক্রিয়া, ডিহাইড্রেশন থেকেও এই একই সমস্যা হতে পারে। ডায়ারিয়া যদি বেশিদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। খাবার যদি কোনও কারণে দূষিত হয় তাহলে সেখান থেকে সবচেয়ে মারাত্মক ডায়ারিয়া হতে পারে। কাটা ফল, মশলা থেকে, সবজি পাতি ঠিকমত না ধোওয়ার ফলে বা খাবার দীর্ঘক্ষণ আঢাকা পড়ে থাকলে সেখান থেকে খাবার বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বা কোনও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খেলে তার মধ্যে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা পাকস্থলীতে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পাকস্থলী যা ঠিকমতো হজম করতে পারে না তাই বের করে দেয়। আর এর ফলেই পাতলা পায়খানা, বমির মত সমস্যা শুরু হয়। ডায়ারিয়া বা পেট খাবার সবচেয়ে বেশি হয় এই সব খাবার খেলে। আর সেই খাবারের তালিকায় রয়েছে ন্যাশপাতি, আপেল, সোডা, জুস, দুধ, পনির, আইসক্রিম, পেঁয়াজ, রসুন, ছোলা, ডাল, গম, বার্লি, গ্লুটেন যুক্ত খাবার, ভাজা খাবার, মশলা খাবার, ক্যাফিন ইত্যাদি। আর তাই ডায়েটে রাখুন লিকার চা। এভাবে চা বানিয়ে খেলে ডায়ারিয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। লিকার চা বানিয়ে নিন। এবার তা ছেঁকে নিয়ে ওর মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এবার তা চুমুক দিয়ে খান। ডায়েরিয়া রুখতে খুব ভাল কাজ করে এই চা। তবে দীর্ঘদিন ধরে কোলাইটিস বা পেটের অন্য কোনও সমস্যা থাকলে ভুল করেও এই চা খাবেন না, এমনই পরামর্শ চিকিৎসকদের। এই ডায়েরিয়ার সমস্যা থেকে বাঁচতে যা কিছু মেনে চলবেন- ডায়েরিয়ার টিকা নিন। এতে সমস্যার প্রকোপ কমবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, সব সময় হাত ধুয়ে তবেই খাবার খাবেন বাইরের জল একদম চলবে না। কোথাও গেলে সঙ্গে জল রাখুন আঢাকা খাবার খাবেন না। সকালের রান্না করা খাবার ফ্রিজে থাকলে তবেই খান খাবার ফ্রিজে সব সময় ঢাকা দিয়ে রাখবেন। ফ্রিজের ঢাবার আঢাকা থাকলে সেখান থেকে জীবানুর সংক্রমণ হতে পারে। রাস্তার কাটা ফল বা আঢাকা খাবার খাবেন না

ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ রয়েছে

বুদ্ধি বাড়াতে আমন্ড (বাদাম) থেকে শুরু করে রক্তস্বল্পতা দূর করতে কিসমিসপ্রত্যেকটি ফলেরই রয়েছে নিজস্ব গুণাগুণ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, এই 'সুপারফুড'গুলো খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় এবং পরিমাণ রয়েছে।

পুষ্টিবিদদের মতে, ভুল সময়ে বা ভুল পদ্ধতিতে ড্রাই ফ্রুটস খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে। শরীরের পুষ্টির জোগান দিতে ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফলের কোনও বিকল্প নেই। বুদ্ধি বাড়াতে আমন্ড (বাদাম) থেকে শুরু করে রক্তস্বল্পতা দূর করতে কিসমিসপ্রত্যেকটি ফলেরই রয়েছে নিজস্ব গুণাগুণ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, এই 'সুপারফুড'গুলো খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় এবং পরিমাণ রয়েছে।

পুষ্টিবিদদের মতে, ভুল সময়ে বা ভুল পদ্ধতিতে ড্রাই ফ্রুটস খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

হলিস্টিক ডায়েটিশিয়ান এবং নিউট্রিশনিস্ট ডঃ গীতিকা চোপড়ার মতে, ড্রাই ফ্রুটস হল নিউট্রিশনের 'পাওয়ার হাউস'। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করে ব্যক্তির শরীরের ধরন, খাওয়ার সময় এবং পরিমাণের ওপর। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ড্রাই ফ্রুট কীভাবে খাওয়া উচিত:

১. ভিটামিন ই-তে ভরপুর আমন্ড বা কাঠবাদাম আমন্ডে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেসিয়াম।

সঠিক নিয়ম: রাতে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খোসা ছাড়িয়ে খান। এতে ফাইটিক অ্যাসিড কমে যায় এবং পুষ্টি শরীরে দ্রুত শোষিত হয়।

উপকারিতা: এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে।

পরিমাণ: দিনে ৪ থেকে ৬টি বাদামই যথেষ্ট।

২. কাজু বাদাম খাওয়ার সেরা সময় কাজুতে ক্যালোরি এবং হেলদি ফ্যাট বেশি থাকে।

সঠিক নিয়ম: কাজু খাওয়ার সেরা সময় হলো সকাল বা দুপুর। কারণ এই সময় শরীর সবথেকে বেশি ক্যালোরি পোড়াতে পারে।

সতর্কতা: রাতে কাজু খেলে ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে এবং হজমের সমস্যা বা ব্লোটিং হতে পারে।

৩. মগজাস্ত্রের জন্য আখরোট ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের সেরা উৎস হলো আখরোট। এটি হার্ট এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

সঠিক নিয়ম: দুপুর ১২টার আগে এটি খাওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সবথেকে কার্যকর।

উপকারিতা: মানসিক চাপ কমাতে এবং হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় এটি অদ্বিতীয়।

পরিমাণ: প্রতিদিন ১ থেকে ২টি আখরোট।

৪. পেটের সমস্যায় মহৌষধ ডুমুর বা আঞ্জির আঞ্জির বা ডুমুরে রয়েছে প্রচুর ফাইবার ও প্রাকৃতিক শর্করা।

সঠিক নিয়ম: কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগলে রাতে ১-২টি আঞ্জির জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খালি পেটে খান। এতে পেট পরিষ্কার থাকে এবং হজম শক্তি বাড়ে।

৫. রক্ত বাড়াবে কিসমিস কিসমিস হলো আয়রন এবং গ্লুকোজের ভাণ্ডার।

সঠিক নিয়ম: রাতে ৮-১০টি কিসমিস জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি পাওয়া যায়।

সতর্কতা: যারা ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যায় ভুগছেন, তারা কিসমিস খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, ড্রাই ফ্রুটস পুষ্টিকর হলেও এতে ক্যালোরি বেশি থাকে। তাই ডায়েটে যোগ করার আগে নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে পরিমাণ ঠিক করা জরুরি।

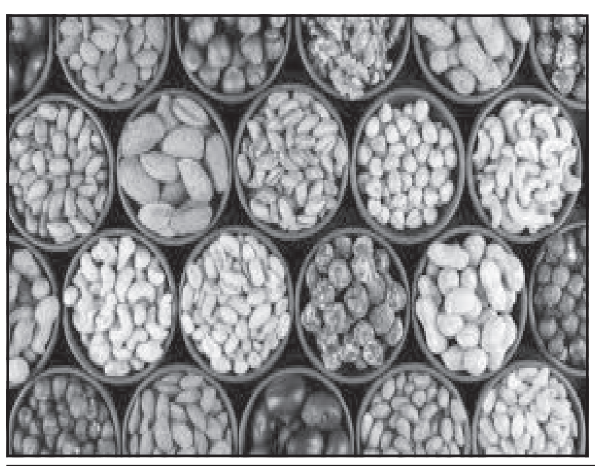

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করা ভালো

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ডি এবং আই, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়োডিন সহ অনেক পুষ্টিগুণ। এই কারণেই দুধকেও পরিপূর্ণ খাদ্য বা সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি মাংসপেশির বিকাশের জন্য দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।দুধ পান করা জরুরি তা জানা থাকলেও অনেকেই জানেন না দুধ পান করার সঠিক সময় কোনটি ?দুধ পান করার সঠিক সময় কি জানেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল সময়ে দুধ পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আর দেরি না করে জেনে নিন কখন দুধ পান করলে সুস্থ থাকবে শরীর।

কখন দুধ পান করা ঠিক?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ পান করা উচিত নয়। শুধু তাই-ই নয়, এর পাশাপাশি দুধ খাওয়ার আগে টক জিনিস বা ফল, দই, টক জাতীয় খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার খাওয়ার ৪০ মিনিট পর দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। উষ্ণ দুধ পান করুন হালকা গরম দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুমনোর এক ঘণ্টা আগে দুধ পান করা উচিত। এর ফলে হজমে কোনও সমস্যা হয় না এবং পরিপারতন্ত্রের উপর চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গেই হালকা গরম দুধ পান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। এছাড়া সারাদিনের ক্লান্তিও দূর হয় এবং ভালো ঘুম হয়। খালি পেটে পান করবেন না অনেকেই সকালে উঠে খালি পেটে দুধ পান করেন। এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে দুধ পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তাই হজমের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু খাওয়ার পরেই দুধ পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই অভ্যাস শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা যে কোনও সময় দুধ পান করতে পারে এবং এতে তাদের শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় ও সুস্থ থাকে। তবে প্রবীণদের সকালে কিছু ছাড়া দুধ পান করা একেবারেই চলবে না।

ময়েশ্চারাইজার না কি সানস্ক্রিন ত্বকের যত্নে কোনটি ভালো

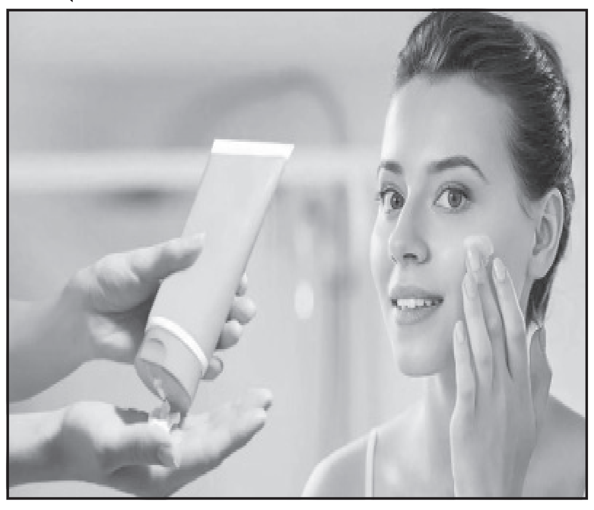

রোদ আর দূষণে ত্বক হয়ে পড়ছে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। এর ওপর যদি সঠিক পদ্ধতিতে ত্বকের যত্ন বা স্কিনকেয়ার না করা হয়, তবে অকালেই বয়সের ছাপ পড়ে যেতে পারে। ইদানীং রূপচর্চা অনেকেরই দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই স্কিনকেয়ারের দুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন।

আজকাল ধুলো-বালি আর দূষণের দাপটে ত্বকের বারোটা বাজছে। রোদ আর দূষণে ত্বক হয়ে পড়ছে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। এর ওপর যদি সঠিক পদ্ধতিতে ত্বকের যত্ন বা স্কিনকেয়ার না করা হয়, তবে অকালেই বয়সের ছাপ পড়ে যেতে পারে। ইদানীং রূপচর্চা অনেকেরই দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই স্কিনকেয়ারের দুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন। মেকআপ করুন বা না করুন, বেশিরভাগ মানুষই এই দুটি জিনিস ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেকের মনেই একটি বড় প্রশ্ন থাকে আগে ময়েশ্চারাইজার মাখবেন না কি সানস্ক্রিন? সানস্ক্রিন কেন এত জরুরি? বিশেষজ্ঞদের মতে , সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (ডড্ঝ ন্থান্স) থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিনের কোনও বিকল্প নেই। শুধু কড়া রোদেই নয়, মেঘলা আবহাওয়াতেও সানস্ক্রিন মাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষাকবচ তৈরি করে যা ডড্ঝঙ এবং ডড্ঝঙ্ক রশ্মিকে ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ফলে অকাল বলিরেখা, পিগমেন্টেশন এবং রোদে পোড়া কালচে দাগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। ময়েশ্চারাইজারের গুরুত্বও কম নয় অনেকে মনে করেন ময়েশ্চারাইজার শুধু শীতকালে মাখার জিনিস। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ত্বকের সারাবছরই আর্দতা বা আর্দতার প্রয়োজন হয়। এটি ত্বকের স্বাভাবিক জলীয় ভাব ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুষ্ক দূর করে স্কিন ব্যারিয়ারকে মজবুত করে। তবে যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা গরমকালে হালকা বা ওয়াটার-বেসড ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন। আগে কোনটি মাখবেন? ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিনদুটিই প্রয়োজনীয় হলেও এদের ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম রয়েছে। সঠিক নিয়মটি নিচে দেওয়া হলো: ক্লিনজিং ও টোনিং: প্রথমেই ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। এরপর কোনো সিরাম বা টোনার থাকলে তা ব্যবহার করুন। ময়েশ্চারাইজার: সিরাম মাখার পর প্রথমেই মাখুন ময়েশ্চারাইজার। এটি ত্বককে নরম করে এবং সানস্ক্রিনের জন্য একটি সঠিক বেস বা ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সানস্ক্রিন: ময়েশ্চারাইজার মাখার কয়েক মিনিট পর সবশেষে সানস্ক্রিন লাগান। মনে রাখবেন, সানস্ক্রিন হলো আপনার স্কিনকেয়ারের শেষ ধাপ। কারণ এটি ত্বকের ওপর একটি আবরণ তৈরি করে যা বাইরের রশ্মিকে বাধা দেয়। আপনি যদি আগে সানস্ক্রিন মেখে তার ওপর ময়েশ্চারাইজার লাগান, তবে সানস্ক্রিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক পেতে হলে এই 'ময়েশ্চারাইজার-ফাস্ট, সানস্ক্রিন-লাস্ট' নিয়মটি মেনে চলুন। এতে আপনার ত্বক রোদের হাত থেকেও বাঁচবে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে।

গর্ভাবস্থায় মায়ের থেকেই বাড়ছে সন্তানের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

গর্ভে বেড়ে ওঠা শিশু মায়ের কাছ থেকেই পুষ্টি পায়। মায়ের কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে তা সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপরও খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলাই ডায়াবেটিসের শিকার হন। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে নবজাতকের জন্ম থেকেই ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আসুন এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যাতে আজকাল বৃদ্ধ থেকে শুরু করে যুবক ও শিশু সকলেই আক্রান্ত হচ্ছেন। ডায়াবেটিসের সবচেয়ে খারাপ দিক হল এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। অনেক সময় নবজাতক শিশুরও ডায়াবেটিস হয়, যা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। জন্মগত ডায়াবেটিস থাকলে শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর পাশাপাশি শিশুর আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, এই রোগ যদি জন্ম থেকেই হয়, তাহলে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আসুন জেনে নেওয়া যাক, মায়ের কাছ থেকে কীভাবে শিশুর ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হতে পারে এবং তা নবজাতক শিশুর কী কী সমস্যা তৈরি করতে পারে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুরও ডায়াবেটিস হতে পারে। গর্ভবতী মহিলার শরীরে যদি শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় এবং কিছু সময় পর যদি তার ডায়াবেটিস হয়, তাহলে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে সন্তানেরও এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শিশুদের মধ্যে জন্মগত ডায়াবেটিস- তিন ধরনের ডায়াবেটিস পাওয়া যায়। জন্মগত ডায়াবেটিস হল টাইপ ১। একে একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার বলা হয়। লক্ষণগুলি সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ— একজন মহিলা যখন গর্ভাবস্থায় থাকে তখন তার শরীরে অনেক হরমোনের পরিবর্তন হয়। এই সময়ে রক্তে শর্করার পরিমাণও কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরী যাতে জন্ম নেওয়া শিশুকে রোগের বিপদ থেকে বাঁচানো যায়। লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে রক্তে শর্করার বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা উচিত- বারবার তেষ্টা পাওয়া, ইউরিন ইনফেকশন বা বারবার টয়লেটে যাওয়া, সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করা রক্তে শর্করা বৃদ্ধির অন্যতম লক্ষণ। যদিও গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধি একটি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোনও মহিলার ওজন বেড়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তবে অবিলম্বে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিশেষজ্ঞরপ পরামর্শ মত ডায়েট মেনে চলুন ও শরীরচর্চা করুন। কারণ ওজন বৃদ্ধি হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য দুবাইয়ে সব উড়ান স্থগিত করল এমিরেটস

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : বিমান সংস্থা এমিরেটস শনিবার ঘোষণা করেছে যে দুবাইয়ে যাতায়াতকারী তাদের সমস্ত উড়ান আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। যাত্রীদের আপাতত বিমানবন্দরে না যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া গেলে নতুন করে আপডেট দেওয়া হবে। যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিমান সংস্থা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “দুবাইয়ে যাতায়াতকারী সব উড়ান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। অনুগ্রহ করে বিমানবন্দরে যাবেন না।”

সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য নমনীয় ভ্রমণ সুবিধা রাখা হয়েছে। যেসব যাত্রীর বুকিং ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে রয়েছে, তারা চাইলে তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

এছাড়া যাত্রীরা ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারিত গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বিকল্প উড়ানে নতুন করে বুকিং করতে পারবেন।

যেসব যাত্রী ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে টিকিট বুক করেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর যারা সরাসরি এমিরেটসের মাধ্যমে বুকিং করেছেন, তারা সংস্থার অফিসিয়াল সাপোর্ট চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন।

প্রয়োজনে যাত্রীরা টিকিটের টাকা ফেরতের আবেদনও করতে পারবেন।

এদিকে দুবাই জুড়ে এমিরেটসের সব সিটি চেক-ইন পরিষেবাও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থা। পাশাপাশি যাত্রীদের বুকিং প্রোফাইলে যোগাযোগের তথ্য আপডেট করে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে উড়ান সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য দ্রুত পাওয়া যায়।

বিজেপি মানুষকে ব্যবহার করে পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়: নিতীশ, আনন্দ বোসের উদাহরণ টেনে অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ৭ মার্চ: বিজেপি নিজেদের স্বার্থে মানুষকে ব্যবহার করে পরে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়এমনই তীব্র অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কেন্দ্রীয় কলকাতায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে তাঁর অনির্দিষ্টকালের ধর্না মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে এই আক্রমণ শানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং সদ্য পদত্যাগ করা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস-এর ঘটনাই প্রমাণ করে বিজেপি কীভাবে মানুষকে ব্যবহার করে পরে সরিয়ে দেয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বেচারা নীতীশ কুমার! বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওবিসি রাজনীতিকে উস্কে দিয়েছিলেন। আর এখন নির্বাচনের পরে তিনি দিল্লিতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যে-ই বিজেপির ফাঁদে পড়ে, তারই একই পরিণতি হয়। আপনারা দেখেছেন কীভাবে সি.ভি. আনন্দ বোসকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিজেপি মানুষকে যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ ব্যবহার করে।”

এদিন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিরও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, এই নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, “আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত কয়লা নিয়ে যাওয়া হয়, অথচ কয়লা পাচারের অভিযোগে আমাদেরই বদনাম করা হয়। কয়লা আমাদের অধীনে নয়, এটি কেন্দ্রের আওতায়। এটি দেখভাল করে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী।”

মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, রাজ্যের বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে খাটো করার জন্য পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “রাজ্যে ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে। সালবনি-তে ১,৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্য এখন দেশের এক নম্বরে। এই খাতে এখানে বেঙ্গালুরু-র থেকেও বেশি মানুষ কাজ করেন। ইতিমধ্যে ২০০টি নতুন সংস্থা এসেছে। যারা বাংলাকে বদনাম করেন, তারা জেনে রাখুনক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আমরা দেশে এক নম্বরে। এই খাতে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। লেদার হাবে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ কাজ করেন।”

এছাড়াও রাজ্যে বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, যুবকদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি যেসব পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরে আসতে চান, তাঁদের জন্যও বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

৮৫ হাজার সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার তৈরির লক্ষ্যে দ্রুত এগোচ্ছে ভারত: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: ‘চিপস টু স্টার্টআপস’ (সি২এস) উদ্যোগের অধীনে ৮৫ হাজার সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার তৈরির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে ভারত। শনিবার এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

তিনি জানান, সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে কেন্দ্র সরকার বিশেষ জোর দিচ্ছে। এই কর্মসূচি ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম)-এর অংশ, যার লক্ষ্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মী তৈরির মাধ্যমে দেশের উদীয়মান চিপ শিল্পের জন্য শক্তিশালী ট্যালেন্ট পুল তৈরি করা।

মন্ত্রী বলেন, ১০ বছরের সি২এস কর্মসূচির প্রথম চার বছরেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

বৈষ্ণব জানান, বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক ডিজাইন অটোমেশন (ইডিএ) টুল ইতিমধ্যেই দেশের ৩১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপলব্ধ করা হয়েছে। এই টুল সরবরাহ করেছে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা যেমন সিনোপসিস, ক্যাডেন্স ডিজাইন সিস্টেমস, সিমেন্স, রেনেসাস ইলেকট্রনিক্স, অ্যানসিস এবং এএমডি।

এই টুলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সেমিকন্ডাক্টর চিপ ডিজাইনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছেন বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা যে চিপ ডিজাইন করছে সেগুলি সেমিকন্ডাক্টর ল্যাবরেটরি, মোহালি-তে তৈরি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফলে ডিজাইন থেকে শুরু করে ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং এবং টেস্টিংপুরো প্রক্রিয়ার হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

তিনি জানান, এই উদ্যোগ এখন বিশ্বের বৃহত্তম ওপেন-অ্যাক্সেস ইডিএ প্রোগ্রামে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই চিপ ডিজাইন প্রশিক্ষণের জন্য ১.৮৫ কোটির বেশি ঘণ্টা ইডিএ টুল ব্যবহারের রেকর্ড হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানআসাম থেকে গুজরাট এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ুএখন সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন বৈষ্ণব। তাঁর মতে, বর্তমানে ৮০০—৯০০ বিলিয়ন ডলারের এই শিল্প ভবিষ্যতে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ দক্ষ পেশাদারের চাহিদা তৈরি হবে এবং ভারতের তরুণদের জন্য বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি আরও জানান, ‘ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশন’ ২.০’-এর অধীনে এই কর্মসূচি ৩১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িয়ে ৫০০টিতে সম্প্রসারিত করা হবে। এর ফলে দেশের সব রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং ও টেস্টিং ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে।

অসমে ২২ হাজারের বেশি মন্দির ও নামঘরের পরিকাঠামো উন্নয়ন: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ : অসম জুড়ে ২২,৯২৩টি মন্দির ও নামঘরের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার মোট ৪৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। তাঁর কথায়, অসমের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মন্দির ও নামঘরগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, “অসমে মন্দির ও নামঘর শুধুমাত্র উপাসনার স্থান নয়; এগুলো আমাদের সমাজজীবনের কেন্দ্র এবং আমাদের ঐতিহ্যের প্রাণ।”

তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল এই পবিত্র স্থানগুলিকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করা, যাতে এগুলি ভবিষ্যতেও মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

উল্লেখ্য, নামঘর হল অসমের ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িক প্রার্থনালয়, যার সূচনা হয়েছিল ১৫শ শতকের বৈষ্ণব সাধক ও সমাজসংস্কারক শ্রীমন্ত শংকরদেব-এর উদ্যোগে। অসমের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নামঘরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নামঘরগুলিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক আলোচনা এবং সম্প্রদায়ের ঐক্য বজায় রাখার নানা কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কাঠামোর সংস্কার, মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহায়তা।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে অসমের সমৃদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য পরিকাঠামো আরও উন্নত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

গোমতী জেলায় পালিত বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ও প্রবীণ নাগরিক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৭ মার্চ: আজ গোমতী জেলার কিল্লায় গুনপদ মেমোরিয়াল হলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হলো বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ২০২৬-এর সচেতনতা কর্মসূচি। ”যক্ষ্মা মুক্ত ভারত” গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী রামপদ জমাতিয়া।

উক্ত অনুষ্ঠানে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ”যক্ষ্মা মুক্ত ভারত” অভিযানের লক্ষ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একইসাথে, এইচ পি ভি টিকাকরণ এবং ক্যানসার প্রতিরোধে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা নিয়েও বিশেষ আলোকপাত করেন বক্তারা। এর জন্য পুতুল নাচেরও আয়োজন করা হয়। কিল্লা বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া তার বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং এই ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাশাপাশি ”কিল্লা আইসিডিএস প্রজেক্ট” এর উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্বে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপভোক্তাদের হাতে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিঃক্ষয় পোষণের পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী ও ডিমের ট্রে তুলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, কিল্লা ব্লকের বিডিও মনোরঞ্জন দেব বর্মা, কিল্লা থানার ওসি বিকাশ দেব বর্মা, সিডিপিও প্রদীপ মুড়াসিং। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কিল্লা ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান বাগানহরি মলসুম। অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজন করে কিল্লা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কিল্লা আইসিডিএস প্রজেক্ট। এই ধরনের অনুষ্ঠান জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে তত্ত্বাভিজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেন।

এআরডিডি দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৭ মার্চ : দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোর্খাবস্তিতে এআরডিডি দপ্তরের উদ্যোগে “দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সচেতনতা কর্মসূচি”-র অঙ্গ হিসেবে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন।

শিবিরটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দপ্তরের আধিকারিকরা।

এই রক্তদান শিবিরে শতাধিক রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে রক্তদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক উদ্যোগ। এ ধরনের মহতী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য তিনি দপ্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি শিবিরে অংশগ্রহণকারী রক্তদাতাদের সম্মানিতও করেন তিনি। এই ধরনের সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ে সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মনের পৌরহিত্যে ভার্চুয়াল দিশা বৈঠক

আগরতলা, ৭ মার্চ: খোয়াই জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মনের পৌরহিত্যে ভার্চুয়ালি একটি দিশা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রজত পান্থ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অবেদানন্দ বৈদ্য, জেলার দুই মহকুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, ছয়টি ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকে সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং কাজের গতি বাড়ানোর উপর জোর দেন।

এদিন বৈঠকে জাতীয় সড়ক নির্মাণের ধীরগতির বিষয়টি নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশও দেন।

কালবৈশাখীর সময় সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় কৈলাসহরে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আজ ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে কালবৈশাখী ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষায় সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শোভম দেবনাথ, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা রাজেশ দেববর্মা, পানীয়জল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় জেলাশাসক বন্যা ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ত্রাণ শিবিরগুলিতে দুর্যোগকবলিত মানুষদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা প্রদানে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কুমারঘাটে বিদ্যালয়স্তরে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৭ মার্চ: ছাত্রছাত্রীদের চোখের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের দারচৈ একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে গত ৫ মার্চ এক বিশেষ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। উক্ত শিবিরে বিদ্যালয়ের মোট ৪০৯ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এই শিবিরে প্রাথমিক লক্ষণ অনুযায়ী ৭৭জন শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮ জন শিক্ষার্থীর চোখে সমস্যা রয়েছে এবং তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে যাওয়া পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে চিকিৎসকরা সকল শিক্ষার্থীর চক্ষু পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করেন। এছাড়া ১১ জনকে নতুন চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রতিম চন্দ্র কর, অপটোমেট্রিস্ট সুমন সরকার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

খোয়াইয়ে অনলাইন মনিটরিং কমিটির (দিশা) সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: আজ খোয়াই জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ কৃতী দেবী সিং দেববর্মার সভাপতিত্বে অনলাইন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির (দিশা) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ দপ্তরভিত্তিক উন্নয়নের চিত্র সভায় পেশ করেন। সভায় খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য, খোয়াই জেলার ৬টি ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলা কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন। এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ৯ মার্চ উদয়পুরে পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গোমতী জেলাভিত্তিক মহিলা জন সুনবাই অনুষ্ঠিত হবে।

আজ গোমতী জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের। তিনি জেলার সকল সুবিধাভোগী ও মহিলাদের এই সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানান। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর আশু রঞ্জন দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা টিঙ্কু বিশ্বাস প্রমুখ।

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the E-Tenders (NIT wise) 1 (One) No. Hiring of Vehicle, Maruti (Having Commercial Registration & Permit) for official use of Sadar, Sub - Division of the west Tripura, District.

NIT No.	Items for Which E-Tender is invited	Quantity In NOS)	Tender Value (Rs In Lakhs)	Necessary Date & Times
1	2	3	4	5
No.F.3(19)SF/SDR/DEV/HIRING OF VEHICLE/E-TENDER/2026-27	1(One) No. Hiring of Vehicle, Maruti (Having commercial Registration & Permit) for Officeal Use	1(one) No.	Rs. 2,50,000/- Lakhs	i. E-Tender E- Publication date 9th March, 2026, (09/03/2026) on 10:00 Hours (10:00 A.M.) ii. Bid Documents can be Start downloaded from 9th March, 2026, (09/03/2026) From 11:00 Hours (11:00 A.M.) iii. Clarification Start Date from 9th March, 2026, (09/03/2026) From 11:00 Hours (11:00 A.M.) iv. Clarification End Date 10th March, 2026, (10/03/2026) on 17:00 Hours (05:00 P.M.) v. Pre Bid Meeting on 10th March, 2026, (10/03/2026) at 11:00 Hours (11:00 A.M.) vi. Bid submission Start Date 10th March, 2026, (10/03/2026) From 12:00 Hours (12:00 P.M.) vii. Document Download End Date 31st March, 2026 (31/03/2026) at 17:30 Hours (05:30 P.M.) viii. Last date of online Bid submission of E-Tender up to 1st April, 2026 (01/04/2026) up to 17:30 Hours (05:30 P.M.) Opening date if E-Tender at 2nd April, 2026 (02/04/2026) at 12:00 Hours (12:00 P.M.) Times are as per Clock time of E- Procurement website https://www.tripuratenders.gov.in

The bidders have to get details of the NITS & apply online by visiting the web site https://www.tripuratenders.gov.in & No. Bid will be accepted in off- line mode.

Sd/
Subir Debbarma
T.H. F.S Gr-IV
Supdt of Fisheries
Sadar, Agartala

ICA/C-4702/26

PNIT No.: 101/EE/CCD/PWD/2025-26 Dated, 3rd March, 2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e- procurement portal:

NIT No:	94/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Name of Work :	Hiring of vehicle 1(one) no. Maruti (EECO) Van not before manufacturing year 2019 in good working condition run by CNG with commercial Registration of the vehicle along with 1 (one) driver for the official use of the Engineering Officers & Deputy Secretary, PWD(Buildings), New Secretariat Building, Capital Complex, Agartala, Tripura during the year 2025-26.
Estimated Cost :	Rs. 3,03,000.00
Time of Completion :	365 Days
Earnest Money :	Rs. 6,060.00
Last date and time of Submission of Bid :	Rs. 11/03/2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Agartala, West Tripura

ICA/C-4695/26

P'NIeT No.: 150/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 03/03/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) of water Purifiers as per this tender or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to provide service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/ Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the maintenance period, for following work:

DNIeT No:	87/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Hiring of vehicle 1(one) no. Maruti (EECO) Van not before Providing, installation & commissioning of 02(Two) Nos. water Coolers along with water Purifiers at Ground Floor & First Floor of PWD Composite Building Complex, Khejurbagan, and 01 (one) No. water Coolers along with water Purifiers at Ground servici smobil s Floor near the o/o the Executive Engineer,Mechanical Division, Netaji Complex, Agartala.
Estimated Cost :	Rs. 2,76,765.00
Time of Completion :	07 Days
Earnest Money :	Rs. 5,535.00.00
Bid Fee:	Rs. 1,000.00
Last date and time of Submission of Bid :	16/03/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

ICA/C-4686/26

অসমে ছোট দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতার আশা কংগ্রেসের: গৌরব গগৈ

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং শীঘ্রই একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের হবে বলে আশা প্রকাশ করলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভা সাংসদ গৌরব গগৈ।

শনিবার যোরহাটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিরোধী ঐক্য জোরদার করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই আলোচনা চলছে। গৌরব গগৈ বলেন, “আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। আশা করছি খুব শিগগিরই একটি আসন ভাগাভাগির ফর্মুলা তৈরি হবে।”

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অখিল গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন রায়জোর দল-এর সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হতে পারে কি নাএই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে, তবে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অসমে শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলতে কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে আসন সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

এদিকে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জানান, দল তাঁকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যোরহাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তিনি শিগগিরই যোরহাটে সফরে যাবেন।কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনের জন্য দল ইতিমধ্যে প্রার্থী নির্বাচন ও জোট কৌশল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতাও বাড়ছে।

উপর অসমের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে যোরহাট বিধানসভা আসনটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেখান থেকে গৌরব গগৈয়ের প্রার্থী হওয়া কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে নতুন গতি আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনে বহু দলীয় লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শাসক জোট ও বিরোধী দলউভয়ই বিভিন্ন কেন্দ্রে নিজেদের সমর্থনভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিরোধী দলগুলির জোট ও আসন সমঝোতা নিয়ে আরও স্পষ্ট ছবি সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছড়ার ভাঙন রোধে স্বস্তি কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে

আগরতলা, ৭ মার্চ: ছড়ার ভাঙন রোধে কাজ সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরে বর্ষাকালে বন্যার সময় ছড়ার ভাঙনে এই ওয়ার্ডের প্রায় ২৫টি পরিবার বাড়িঘর ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রতি বর্ষাতেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠছিল এবং এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল।

এই সমস্যার সমাধানে এলাকাবাসী বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ছড়ার ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পরবর্তীতে এলাকার বিধায়ক মনোজ কান্তি দেবের হস্তক্ষেপে ওয়াটার রিসোর্স দপ্তর ছড়ার ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে।

বর্তমানে সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে আগামী বর্ষায় ভাঙনের আশঙ্কা অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মতে, এই উদ্যোগের ফলে দীর্ঘদিনের এক বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং তারা এখন অনেকটাই স্বস্তি অনুভব করছেন।

নেপালে ইতিহাস গড়লেন বালেন শাহ, ঝাপায় ওলিকে বড় ব্যবধানে হারালেন

কাঠমান্ডু, ৭ মার্চ (আইএএনএস): নেপালের সংসদীয় নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন র‍্যাপার থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা বলেন শাহ। পূর্ব নেপালের ঝাপা-৫ আসন থেকে বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়ে তিনি পরাজিত করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি-কে।

এই লড়াইকে সম্ভাব্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর লড়াই হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা একপেশে হয়ে পড়ে। বালেন শাহ পেয়েছেন ৬৮,৩৪৮ ভোট, যেখানে কে পি শর্মা অলি পেয়েছেন মাত্র ১৮,৭৩৪ ভোট।শাহের প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ১৯৯১ সালের পর থেকে নেপালের সংসদীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (একীভূত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-এর সভাপতি ওলি এর আগেও ঝাপায় পরাজয়ের মুখ দেখেছেন। ২০০৮ সালের সংবিধান সভা নির্বাচনে মাওবাদী প্রার্থী বিশ্বদীপ লিংদেনের কাছে তিনি হেরে যান।

কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র শাহ যখন ওলির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ঝাপা-৫ আসন থেকে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন অনেকেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে এবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীন পার্টি (আরএসপি)-র প্রবল জোয়ারে সেই দুর্গ ভেঙে পড়েছে।

শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট পদ্ধতিতে ১৬৫টির মধ্যে ৬১টি আসনে জয় পেয়েছে আরএসপি এবং আরও ৬১টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতেও দলটি এগিয়ে থাকায় ২৭৫ সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদে তারা দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি আসন পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।শাহ রাজনীতিতে আসেন খুব অল্প কয়েক বছর আগে। ২০২২ সালে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কাঠমান্ডু মেট্রোপলিটন সিটি-র মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন তোলেন।পরে প্রাক্তন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রবি লামিছানে-এর সঙ্গে মিলে একই বছর গঠন করেন আরএসপি। অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে উঠে আসে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিনের প্রধান রাজনৈতিক দল যেমন নেপালি কংগ্রেস, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (একীভূত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী কেন্দ্র)-এর প্রতি জনমানসে হতাশা ও দুর্নীতির অভিযোগ বাড়ায় নতুন প্রজন্মের নেতা হিসেবে শাহের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাতের আঁধারে গৃহস্থের বাড়িতে চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৭ মার্চ : উদয়পুর মহকুমার টেপানিয়া এলাকায় ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টেপানিয়া এলাকার ব্যবসায়ী পরিমল দেবনাথ প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখতে পান ঘরের দরজা ও জানালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীদের খবর দেন। পরবর্তীতে ঘরে ঢুকে দেখা যায়, চোরের দল ঘরের আলমারি ভেঙে সেখানে রাখা নগদ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় বারবার চুরির ঘটনা ঘটায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। চোরদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

মোহনপুরে মৃদঙ্গ উৎসব অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ মার্চ: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ মোহনপুর ব্লকের ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে মৃদঙ্গ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে। নতুন প্রজন্মকে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানাতে হবে। আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা যাবে। আধুনিকতার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। অনুষ্ঠানে মৃদঙ্গ উৎসবের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এল, বীরমঙ্গল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, নিয়তি ভৌমিক, শীলা দাস সেন, মিন্টু সরকার, মোহনপুর ব্লকের বিডিও গোপাল কৃষ্ণ দত্ত, সমাজসেবী কার্তিক আচার্য, শিবেন্দ্র দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহকারী অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১৪টি মৃদঙ্গ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।

ভোলাগিরি মাঠে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ, জয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের

আগরতলা, ৭ মার্চ: রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার আগরতলার ভোলাগিরি মাঠ-এ অনুষ্ঠিত হলো এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। এই ম্যাচে মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব এবং রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের দল।

এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিক ও ক্রীড়া দপ্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। ম্যাচে টসে জয়ী হয়ে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের অধিনায়ক অভিষেক দে ক্রীড়া দপ্তরকে প্রথমে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানান।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে ক্রীড়া দপ্তরের দল। জয়ের জন্য ১৪২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ক্রিকেটাররা ১৬ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ১১ রানের ব্যবধানে জয় লাভ করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের দল।

ম্যাচ শেষে উপস্থিত অতিথিরা বিজয়ী দল যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ক্রিকেটারদের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং রানার্স-আপ দল স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এদিনের প্রীতি ম্যাচ উপলক্ষে মাঠে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডারলং, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সচিব অনির্বাণ দেব, সভাপতি সরযু চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

শান্তিরবাজার, ৭ মার্চ: চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়নের দাবি থাকলেও শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল-এ কিছু ক্ষেত্রে পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরিষেবা নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। বাইরে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এই পরীক্ষা করাতে গেলে রোগীদের অনেক সময় মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়। সেই কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সরকারি হাসপাতাল থেকেই এই পরিষেবা নিতে আগ্রহী হন।

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, জেলা হাসপাতালে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরেও অনেক ক্ষেত্রে এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি এই পরীক্ষার কাজ পিজি চিকিৎসকদের মাধ্যমে করানো হচ্ছে বলেও জানা গেছে। অথচ এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে, এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ডা. এন্টোনিয়াস-কে বাইরে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারেও পরিষেবা দিতে দেখা যায়। এই বিষয়টি সামনে আসার পর হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

স্থানীয়দের দাবি, রোগীদের স্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা উচিত এবং পরিষেবার মান আরও উন্নত করা দরকার। এখন দেখার বিষয়, চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নয়নে স্বাস্থ্য দপ্তর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নেশামুক্ত সমাজের বার্তা নিয়ে শুরু ‘সুরমা প্রিমিয়ার লীগ সিজন—৩’ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

আগরতলা, ৭ মার্চ : নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা নিয়ে শনিবার শুরু হল ‘সুরমা প্রিমিয়ার লীগ সিজন—৩’ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সালেমা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।“ছেড়ে দিয়ে নেশার হাত, চলে আসো খেলার মাঠ”এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বৃক্ষের চারা গাছে জল দিয়ে। সূচনা পর্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, বর্তমান সময়ে যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা তরুণদের সুস্থ জীবনধারা গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং সমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই এ ধরনের ক্রীড়া উদ্যোগকে সকলের সমর্থন করার আহ্বান জানান তিনি।এই টুর্নামেন্টে মোট ২৫টি দল অংশগ্রহণ করছে। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন দলকে ৭০ হাজার টাকা এবং রানার্স-আপ দলকে ৪০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বীণা দাস বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান ননীগোপাল কর, সমাজসেবী সুভাষ আহির, সালেমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপূর্ব পোদ্দার, হর কুমার দাস এবং কনভেনার অমিও দেবনাথ, অতনু দেবনাথসহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কৈলাসহরে বিজেপির ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান—২০২৬’ কর্মসূচি

আগরতলা, ৭ মার্চ: সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যেও শুরু হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান—২০২৬’। এরই অংশ হিসেবে শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের শ্রীরামপুর স্কুলে একদিনব্যাপী জেলা প্রশিক্ষণ যোজনা বৈঠক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে মূলত ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরাএই দুই জেলার নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, বিধায়ক ভগবান দাস, রাজ্য কমিটির প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী, ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি কাজল দাস, দলের আইটি সেলের প্রধান চন্দন দেবনাথ, রাজ্য কমিটির সম্পাদক রতন ঘোষসহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুই জেলার সভাপতি বিমল কর ও কাজল দাস উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। এরপর রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ভারতমাতাকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করেন। কর্মসূচির শুরুতে সমবেত কণ্ঠে ভারত মাতার সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দুই জেলার জেলা সভাপতিদের পাশাপাশি জেলা কমিটির অন্যান্য পদাধিকারী এবং বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতি ও পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত নিবন্ধন পর্ব সম্পন্ন হয় এবং সকাল ১১টা থেকে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠান চলাকালীন বিজেপির রাজ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানান, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সারা দেশে এই প্রশিক্ষণ মহা অভিযান শুরু হয়েছে এবং ত্রিপুরায় তা ৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। ৭ মার্চ কৈলাসহরে দুই জেলার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে আগরতলায় তিন জেলাকে নিয়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাকি জেলাগুলিতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। এরপর মণ্ডল ও বুথ স্তরেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী তৈরি হবে এবং তারাই আগামী দিনে সমাজ ও দল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন দলের আইটি সেলের প্রধান চন্দন দেবনাথ।

আগরতলায় বিবাহ-পূর্ব আলোচনা চক্র, উদ্যোগে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

আগরতলা, ৭ মার্চ: ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশন ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আগরতলার ডিএম ও কালেক্টর অফিসে যুবক—যুবতীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝরনা দেববর্মা এবং পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার।

ছেলে-মেয়েদের বৈবাহিক জীবন যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের বিবাহ-পূর্ব প্রস্তুতি, পারিবারিক দায়িত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়।

এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝরনা দেববর্মা বলেন, বর্তমান সমাজে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যা সমাজ ব্যবস্থার উপরও প্রভাব ফেলছে। এই ধরনের সমস্যা ও পারিবারিক অশান্তি কমানোর লক্ষ্যেই মহিলা কমিশন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এ ধরনের আলোচনা চক্রের আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিবাহিত জীবন যাতে সুখী ও সুন্দর হয় এবং পারিবারিক বন্ধন মজবুত থাকে, সে বিষয়ে যুবক-যুবতীদের সচেতন ও পরামর্শ দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনগুলোতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এ ধরনের সচেতনতামূলক আলোচনা চক্রের মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসা কমানোর দিকেও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

উইমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব পালন

আগরতলা, ৭ মার্চঃ উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে আনন্দঘন পরিবেশে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি অধ্যাপিকা ড. নিবেদিতা ধর এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. অরুন মুখার্জী।

এদিন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবী নিকিতা দেবনাথের কণ্ঠে “আজি মনে মনে লাগে হোলি” গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরে বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা ড. রত্নাবলী রায় সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বসন্ত উৎসব পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. নিবেদিতা ধর।

অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ তাঁর বক্তব্যে আশা প্রকাশ করে বলেন, বসন্ত উৎসব সবার জীবনে আনন্দ, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা উপস্থিত থেকে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

রাজ্যে উপরাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

পাঠক। উপরাষ্ট্রপতি আগামীকাল ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর তিনি হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইনডোর হলে প্রদর্শিত স্বসহায়ক দলের স্টল পরিদর্শন করবেন এবং স্বসহায়ক দলের সদস্য-সদস্যা/লাখপতি দিদিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়াও তিনি এলবার্ট এক্কা পার্কে পরমবীরচক্র এলবার্ট এক্কার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পন করবেন।

বিজেপির শক্তি

● প্রথম পাতার পর

উচিত যিনি স্থানীয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায় ৪০ থেকে ৪২ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক নবীন নেতা যেমন নিজেদের প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরছেন, তেমনি পুরপরিষদের কয়েকজন কাউন্সিলরও প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি বিজেপি সরকারের সময়ে উঠে আসা কিছু প্রাক্তন আমলা ও ঠিকাদারের নামও আলোচনায় রয়েছে। সব মিলিয়ে ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা ও তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এখন শেষ পর্যন্ত বিজেপি কাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ধর্মনগরের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ।

জিরানিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই যুবকের এই অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পথে

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্বাধীন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী কেন্দ্র)।

এফপিটিপি ব্যবস্থায় প্রাক্তন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রবি লামিছানে-এর নেতৃত্বাধীন আরএসপি ইতিমধ্যেই ১৬৫টি আসনের মধ্যে ৩৬টিতে জয় পেয়েছে এবং আরও ৮৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

দলের সভাপতি লামিছানে চিতওয়ান-২ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে আরএসপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বালেন শাহ ঝাপা-৩ আসনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বলে নেপাল নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানিয়েছে।

জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিশোরের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

২৩,০৬০ জন পরীক্ষার্থী নথিভুক্ত ছিলো। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিলো ২২,৮৬৬ জন পরীক্ষার্থী। অনুপস্থিতির সংখ্যা মোট ১৯৪ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.১৬। আগামী ৯ মার্চ, ২০২৬ উচ্চতর মাধ্যমিকের সাইকোলজি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রান্নার ও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

● প্রথম পাতার পর

বেশি পড়বে। হঠাৎ করে এই মূল্যবৃদ্ধির খবরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক ব্যক্তি বলেন, পূর্বে গৃহস্থালি এলপিজি গ্যাসের দাম ৯৭৮ টাকা ৪০ পয়সা ছিল। এখন তা বেড়ে ১০৩৮ টাকা হয়েছে। সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। তেমনি, বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম পূর্বে ছিল ২২৫৫ টাকা ছিল। এখন তা বেড়ে ২৩৬৯ টাকা হয়েছে।

ভারতে শত্রু সম্পত্তির

● প্রথম পাতার পর

একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়, যার ফলে মূল মালিকের মৃত্যুর পরেও সম্পত্তির ‘শত্রু’ মর্যাদা বহাল থাকে, বলেন তিনি।

এই সংশোধনী অনুযায়ী এমনকি উত্তরাধিকারীরা ভারতীয় নাগরিক হলেও তারা ওই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারেন না। ফলে এই ধরনের সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে, জসপাল সাথে যোগ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে লখনউয়ের বাটলার প্যালেসে, যা নিজেই একটি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত। আগরতলার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর উদ্যোগে আয়োজিত একটি প্রেস ট্যুরের অংশ হিসেবে ত্রিপুরার সাংবাদিকরা বর্তমানে লখনউ সফরে রয়েছেন।

দুর্নীতিই বিজেপির নীতি, লুটপাট

● প্রথম পাতার পর

এই সম্মেলন সত্যিকার অর্থে সার্থক হবে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর মতে, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এবং তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের পারস্পরিক বক্তব্য শুনলে মনে হচ্ছে যেন রাবণের যুদ্ধ’শুরু হয়েছে।

এছাড়া আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে ঘিরেও রাজনৈতিক সমীকরণের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যদি এডিসি তিপরা মথার হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে রাজনৈতিক দরকষাকষির ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব কমে যাবে। তাই আবেগ, সাম্প্রদায়িক উসকানি ও বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে তারা পুনরায় এডিসি দখলের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টিও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে যেকোনো মূল্যে এডিসি নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতির ফলে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হচ্ছে।

বিরোধী দলনেতা বলেন, বামেদের কাছে আসন্ন এডিসি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম। ২০১৮ সালের পর বিভিন্ন নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তিনি দাবি করেন, দুর্নীতিই এখন বিজেপির নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লুটপাটই তাদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে পারলে বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে।

গত বছরের চেয়ে এবছর রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

কানি জমি চাষের জন্য ব্যবহার হচ্ছে এবং ১৫ লাখ কানি জমিতে শুধু ধান উৎপাদিত হচ্ছে। আমাদের সমতল জমি কম এবং বনাঞ্চল ও টিলা ভূমি বেশি। তাই আমরা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতির দিকে মনোযোগ দিচ্ছি।

মন্ত্রী জানান, এ বছর সিপাহিজলা জেলা ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এরপর দক্ষিণ ও গোমতী জেলা, এবং এবার খোওয়াই জেলা ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি জেলা হলো ধলাই , ঊনকোটি, উত্তর জেলা ও পশ্চিম জেলা।

তিনি আরও বলেন আমরা সমস্ত জেলা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কাজ করছি। আগে আমাদের মাত্র ২,০০০ হেক্টর অর্গানিক চাষের আওতায় ছিল, কিন্তু গত সাত বছরে আমরা এটি ২৬,৫০০ হেক্টরে সম্প্রসারণ করেছি। জার্মানিতে আমাদের অর্গানিক বার্ড আই চিলি, আদা, কালিখাশা চাল এবং হলুদের চাহিদা দেখা গেছে। এছাড়াও ন্যাচারাল ফার্মিং আমরা ৫,৫৫০ হেক্টর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছি। গত বছরের তুলনায় এ বছর খাদ্যশস্য উৎপাদন ১২ বেড়েছে। ব্যাপক উৎপাদন হচ্ছে এবং যুবকরা উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কৃষিতে অংশ নিচ্ছেন। যুবক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা সরাসরি সুফল পাচ্ছেন।

মন্ত্রী রাজ্যস্তরে ১০ জন কৃষককে ৫০,০০০ টাকা করে এবং জেলা স্তরে ৮০ জন কৃষককে ২৫,০০০ টাকা করে পুরস্কৃত করেন। পরে প্রায় ৩০০ জন কৃষককে ব্লক স্তরে ১০,০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, উনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, রাজ্য সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কৃষি দপ্তরের ডিরেক্টর ড. পি. বি. জামাতিয়া সহ অন্যান্যরা।

চলমানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ইউনাইটেড বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের ৩ নম্বর ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিল ইউনাইটেড বিএসটি। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই লো-স্কোরিং কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে তারা চলমান সঙ্ঘকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছে। বোলারদের দাপটের পর অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তবের দায়িত্বশীল ব্যাটিং ইউনাইটেড বিএসটি-র জয় নিশ্চিত করে।

এদিন সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র বোলারদের তোপের মুখে পড়ে চলমান সঙ্ঘ। দলের পক্ষে আদি আদেশ শুক্লা সর্বোচ্চ ৬৬ রানের (৭৯ বল) একটি লড়াকু ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটাররা থিতু হতে পারেননি। ইউনাইটেড বিএসটি-র হয়ে বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন জয়দেব দেব। তিনি ১০ ওভারে ৪৮ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। বিকাশ মজুমদার (২/২১) এবং অঙ্কিত কুমারের (১/৮) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৪৫.১ ওভারে ১৭৩ রানেই অল-আউট হয়ে যায় চলমান সঙ্ঘ।১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি শুরু থেকেই ধীরস্থিরভাবে এগোতে থাকে। দলের টপ অর্ডার ব্যাটার অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ১১৮ বলে ৬৯ রানের এক ধৈর্য্যশীল ও কার্য্যকর ইনিংস খেলে দলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন। তাকে সঙ্গ দেন দীপঙ্কর ভাটনগর, যিনি ৬৫ বলে ৩৫ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ৪৫.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ইউনাইটেড বিএসটি ।েসব. । পারফরম্যান্স:ব্যাটিং: অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব (৬৯ রান), আদি আদেশ শুক্লা (৬৬ রান), দীপঙ্কর ভাটনগর (৩৫ রান)।বোলিং: জয়দেব দেব (৪/৪৮), বিকাশ মজুমদার (২/২১), অঙ্কিত কুমার (১/৮)।ধৈর্য্যশীল ব্যাটিং এবং ম্যাচ জেতানো ইনিংসের জন্য অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন। ৮ দলের এই লিগ ভিত্তিক টুর্নামেন্টে এই জয় ইউনাইটেড বিএসটি-কে মানসিকভাব অনেকটাই এগিয়ে রাখবে।ম্যাচ স্কোরকার্ড:চলমান সঙ্ঘ: ১৭৩/১০ (৪৫.১ ওভার)ইউনাইটেড বিএসটি: ১৭৪/৫ (৪৫.২ ওভার)ফলাফল: ইউনাইটেড বিএসটি ৫ উইকেটে জয়ী।

ক্রীড়া দপ্তর ও ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আগরতলার ভোলাগিরি স্টেডিয়ামে আজ এক টানটান উত্তেজনার প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর একাদশ। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব-এর বিরুদ্ধে ১১ রানে জয়ী হয়ে মাঠ ছাড়েন তাঁরা। ফলে তিন বছর ধরে চলে আসা এই প্রীতি ক্রিকেটের সিরিজে ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দপ্তর ২-১ ম্যাচে এগিয়ে গেলো। এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের অধিনায়ক অভিষেক দে। নির্ধারিত ১৬ ওভারের খেলায় অধিকর্তা এল ডার্লং-এর নেতৃত্বাধীন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন বাপ্পা দাস। এছাড়া অজয় ত্রিপুরা ২৯, দূরন ত্রিপুরা ২২, সঞ্জীব নোয়াতিয়া ২১ এবং মতি ত্রিপুরা ১৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। টিএসজেসি-র বোলারদের মধ্যে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৩ উইকেট নিয়ে সফলতম ছিলেন। এছাড়া দিব্যেন্দু দে ও জাকির হোসেন ২টি করে এবং প্রণব শীল ১টি উইকেট দখল করেন। ১৪২ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করলেও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রানেই থেমে যায় ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ইনিংস।দলের হয়ে লড়াকু ৪১ রানের ইনিংস খেলেন সুব্রত দেবনাথ। মেঘধন দেবের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। এছাড়া প্রসেনজিৎ সাহা ১৫, বাপন দাস ১৫ এবং মিল্টন ধর ১১ রান করলেও দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেননি। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য্য ৩ ওভারে মাত্র ১৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। এছাড়া মিঠুন দাস ও মতি ত্রিপুরা ২টি করে এবং বাপ্পা দাস ১টি উইকেট পান। খেলার শুরুতে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পায়রা উড়ানো হয়। অতিথিরা দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লং, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, উপ-অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব ও বিপ্লব কুমার দত্ত, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, শুভেনজিৎ সিনহা, মধুসূদন দেববর্মা, টিএসজেসি-র সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অনির্বাণ দেব, সহ সম্পাদক কল্যাণ দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য্য, সিনিয়র সদস্য মনিময় রায়। উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্রীড়া মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানান আয়োজকরা। আগামী দিনেও বন্ধুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

NOTICE INVITINGE eTENDER

The Superintendent of Police (Serious Crime), O/o the Tripura Police Crime Branch, Tripura, Agartala invites e-Tender from Bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers/firm for "CYBER SOFT-WARE" through e-Procurement website of Government of Tripura, http://tripuratenders.gov.in.

Sl. No.	Name of the Items	Quan-tity	Estimated value (Rs)	Tender Value (approx.) Rs	EMD value (Rs)
1	MD NEXT HANCONMOBILE	01 No.	12,56,200/-	50,90,200/-	1,52,706/-
2	PC3000 PORTABLE	01 No.	29,35,000/-		
3	ADF TRIAGE DIGITAL EVIDENCE INVESTIGATOR	01 No.	8,99,000/-		

NB: Specification details of each item mentioned above are given in Annexure-1
Periodofcompletion: 45 (Forty five) days from the date of issue of supply order.
The other details relatede-Tender can be seen and obtained from the website: http://tripuratenders.gov.in
Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.

Sd/- [Hruaingirpuia Francis Darlong, TPS Gr-I]
Superintendent of Police (Serious Crime),
Tripura Police Crime Branch,
Agartala.

ICA/C-4699/26

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Belonia PS GDE No.42 dated 13/08/2025 U/S 106 BNSS and Misc case no. 131/2025 U/S 503(2) BNSS. Description of Seized articles:- Total- 06 nos Khaki colour sack containing total-331 nos different colour & brand sharee.

উক্ত বাজেয়াপ্ত মালের প্রকৃত মালিক তাহর উপযুক্ত প্রমান পত্র দেখাইয়া বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিলোনীয়া থানা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯
২) বিলোনীয়া থানা : ফোন নম্বর:- ৬০৩৩২৩৭৫১৬

ICA/D-2108/26
Superintendent of Police
South Tripura District

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় :- মাননীয় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ০৮-০৩-২০২৬ তারিখে সড়কপথে ত্রিপুরার মাতাবাড়ি Tripura Sundari Temple মন্দির পরিদর্শনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এর জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি।

যানবাহন চলাচলের জন্য নিম্নলিখিত সড়কসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:-
১. দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে আগরতলা গামী যানবাহনের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে আগরতলা যাওয়া সমস্ত যানবাহন গর্জি হয়ে তুলামুড়া, কাকড়াবন, মেলাঘর, বিশ্রামগঞ্জ হয়ে আগরতলা পর্যন্ত এই সড়ক ব্যবহার করবে।
২. উদয়পুর থেকে আগরতলা গামী যানবাহনের জন্য উদয়পুর থেকে আগরতলা যাওয়া সমস্ত যানবাহন রমেশ চৌমুহনী হয়ে কাকড়াবন, মেলাঘর, বিশ্রামগঞ্জ হয়ে আগরতলা পর্যন্ত এই সড়ক ব্যবহার করবে।
৩. মেলাঘর দিক থেকে উদয়পুর গামী যানবাহনের জন্য মেলাঘর, কিশোরগঞ্জ, শিলঘাটি, তেপানিয়া হয়ে উদয়পুর পর্যন্ত এবং উল্টো দিকেও সমস্ত যানবাহন এই সড়ক ব্যবহার করবে।
৪. কাকড়াবন দিক থেকে উদয়পুর গামী যানবাহনের জন্য কাকড়াবন, কিশোরগঞ্জ, শিলঘাটি, তেপানিয়া হয়ে উদয়পুর পর্যন্ত এবং উল্টো দিকেও সমস্ত যানবাহন এই সড়ক ব্যবহার করবে।

ICA/D-2105/26
আদেশনুসারে
(জেলা শাসক ও সমাহর্তা) গোমতী জেলা, উদয়পুর।

PNIeT No. e-PT-XLVI/EE/RD/STB/2025-26, Dated-05/03/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura 'The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 2.00 P.M. on 11/03/2026 for Empanelment of Vendors for Supply of Sand for various worksites under Bokafa RD Block area under the jurisdiction of RD Santirbazar Division South Tripura District. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9774388810. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4691/26
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 05/03/2026

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	epairing of Vidyajyoti School of Dr. BR Ambedkar Vidyabhaban, Aralia, Agartala for the year 2025-26. PNIET No: 265/EE/ENGG. CELL/ DSE/2025-26 DNIET No: 155/EE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26.	Rs. 198500.00	Rs. 3960.00	20 Days	13/03/2026 Upto 15.00 Hrs	16/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 02 unit Additional Class rooms at Rabindranagar HS School under Laljuri Kanchanpur, North Tripura for the year 2025-26. No: CELL/DSE/2025- 266/EE/ ENGG. 26 DNIeTNo:156/SE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26	Rs. 5828335.00	Rs116567.00.	240 Days	13/03/2026 Upto 15.00 Hrs	16/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	Construction of 2 unit Ramp and Handrail of Tablabari Tanti Para SB and Garubari SB School under Khowai Tripura for the year 2025-26. PNIET No: 267/EE/ENGG. CELL/DSE/2025- 26 DNIeTNo:157/EE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26	Rs. 163000.00	Rs. 3260.00	20 Days	13/03/2026 Upto 15.00 Hrs	16/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
4	Major Repair of PM SHRI Jnanodaya Eng. Med. SB School and Twikorma HS School under Belonia MC and Bokafa Block of South Tripura District for the year 2024-25. PNIeT No. 268/EE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26 158/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs 1000000.00	Rs. 20000.00	60 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
5	Construction of one-unit Science lab at Kalapania High School under Kathalia Block of Sepahijala District under Samagra Shiksha for the year 2025-26 PNIeT No. 269/EE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26 DNIeT No. 159/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 2933051.00	Rs. 58661.00	180 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
6	Construction of 3(Three) nos CWSN Toilet at Kajirdhon JB, Putia Paschim Para SB, Subal Ch. (Melaghar Char) JB School of Nalchar, Boxanagar and Melaghar MC, Sepahijala District during the year 2025-26 under Samagra Shiksha, Elementary Level Schools. PNIeT No. 270/EE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT No. 160/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 1194000.00	Rs. 23880.00	90 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
7	Construction of Two nos Boys and Three nos Girls Toilet under Bokafa & Hrishmukh Block of South Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2025-26 PNIET No. 271/ EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT 161/SE/ENGG.CELL/DSE/ 2025-26	Rs. 2750000.00	Rs. 55000.00	90 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
8	Construction of Two nos Boys and Three nos Girls Toilet upto Class VIII under Bokafa & Hrishmukh Block of South Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2025-26 PNIET No. 272/EE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26 DNIeT 162/SE/ENGG.CELL/DSE/ 2025-26	Rs. 2750000.00	Rs. 55000.00	90 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
9	Construction of Two nos Boys and Three nos Girls Toilet upte Class VIII under Bokafa and Hrishmukh Block of South Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2025-26 PNIET No. 273/EE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26 163/SE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 2750000.00	Rs. 55000.00	90 Days	16/03/2026 Upto 15.00 Hrs	17/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2025-26/3705-07 Dated, Agartala the 05/03/2026

ICA/C-4683/26
Dhirendra Debbarma
Executive Engineer, Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

“নবরুণের দেড়শ”, কসমোপলিটনকে ১৪১ রানে হারিয়ে দারুন শুরু ওপিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পর্দা উঠল এক বিশাল জয় দিয়ে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে ওল্ড প্লে সেন্টার য ১৪১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে কসমোপলিটান ক্লাবকে। ম্যাচের প্রধান আকর্ষণ ছিল ওল্ড প্লে সেন্টারের নবরুণ চক্রবর্তীর এক অতিমানবীয় শতরান।শনিবার সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টার নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৮ রানের পাহাড় গড়ে। দলের হয়ে একাই লড়াইয়ের ব্যাটন হাতে তুলে নেন নবরুণ চক্রবর্তী। তিনি ১৫৩ বলে ১৫৮ রানের একটি স্মরণীয় ইনিংস খেলেন। তার এই বিধ্বংসী ইনিংসে ছিল ১২টি চার এবং ৮টি বিশাল ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন দীপায়ন দেববর্মা (৫৫ রান) এবং রাহুল চন্দ্র সাহা (১৮ বলে ৩৬ রান)। কসমোপলিটানের বোলাররা নবরুণের উইকেটের সামনে কার্য্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেন।৩২৯ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটান ক্লাব নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। ওল্ড প্লে সেন্টারের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা মাত্র ৩৭.৪ ওভারে ১৮৭ রানেই গুটিয়ে যায়। ওল্ড প্লে সেন্টারের পক্ষে অপূর্ব বিশ্বাস ৭ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া রাজেশ এবং রোহন বিশ্বাস ২টি করে উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। অসাধারণ ১৫৮ রানের ইনিংস খেলার সুবাদে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা ”প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হয়েছেন ওল্ড প্লে সেন্টারের নবরুণ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, ৮টি দল নিয়ে আয়োজিত এই লিগ পদ্ধতির টুর্নামেন্টকে ঘিরে রাজ্যের ক্রিকেট মহলে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।ওল্ড প্লে সেন্টার ৩২৮/৬ (৫০ ওভার)কসমোপলিটান: ১৮৭/১০(৩৭.৪ ওভার)ফলাফল: ওল্ড প্লে সেন্টার ১৪১ রানে জয়ী।ব্যাটিং: নবরুণ চক্রবর্তী (১৫৮ রান), দীপায়ন দেববর্মা (৫৫ রান), রাহুল চন্দ্র সাহা (৩৬ রান)।বোলিং: অপূর্ব বিশ্বাস (৩/৩৯), রাজেশ (২/২২), রোহন বিশ্বাস (২/১৯)।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে হারের হ্যাটট্রিক ত্রিপুরার, ৯ উইকেটে সহজ জয় বিদর্ভের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ড-৩-এ অনূর্ধ-২৩ মেয়েদের ওয়ান ডে ট্রফি এলিট গ্রুপে ত্রিপুরার পরাজয়ের ধারা অব্যাহত। তামিলনাড়ু ও হরিয়ানার পর এবার বিদর্ভের কাছে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারল ত্রিপুরার মেয়েরা। ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিভাগেই কার্য্যত দিশেহারা দেখাল আম্বেষা দাসের নেতৃত্বাধীন দলকে।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন ত্রিপুরার অধিনায়ক আম্বেষা। তবে শুরু থেকেই বিদর্ভের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে রান তুলতে হিমশিম খান ত্রিপুরার ব্যাটাররা। দলের পক্ষে অধিনায়ক আম্বেষা দাস ৭৫ বলে সর্বোচ্চ ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন (৭টি চার)। এছাড়া সেবিকা দাস (২৭) এবং অন্তরা দাস (১৮) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বাকিরা ছিলেন চূড়ান্ত ব্যর্থ। ৪৭.৫ ওভারে ১৫৫ রানেই গুটিয়ে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। বিদর্ভের হয়ে তৃপ্তি লোটে ২৩ রান দিয়ে ২ উইকেট দখল করেন।১৫৬ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বিদর্ভের ব্যাটারদের কোনো বেগই পেতে হয়নি। দুই ওপেনার আর্য্য অভয় পংডে এবং ঋদ্ধিমা মারাদোয়ারের চওড়া ব্যাটে চড়ে মাত্র ২৬.৪ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বিদর্ভ। আর্য্য ৮৩ বলে ৮৯ রানের একটি আক্রমণাত্মক অপরাজিত ইনিংস খেলেন (১২টি চার)। ঋদ্ধিমা অপরাজিত থাকেন ৫৩ রানে। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে একমাত্র সেবিকা দাস ১টি উইকেট পান।উল্লেখ্য, এটি টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার টানা তৃতীয় হার। এর আগে ৩রা মার্চ তামিলনাড়ুর কাছে ১৭৪ রানে এবং ৫ই মার্চ হরিয়ানার কাছে ২৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল তারা। পরপর তিনটি ম্যাচে এই বড় হার ত্রিপুরার পয়েন্ট টেবিলের অবস্থানে বড়সড় ধাক্কা দিল। এক নজরে স্কোরকার্ড:ত্রিপুরা: ১৫৫/১০ (৪৭.৫ ওভার) আম্বেষা দাস ৪৪, সেবিকা দাস ২৭; তৃপ্তি লোটে ২/২৩।বিদর্ভ: ১৫৬/১ (২৬.৪ ওভার) আর্য্য অভয় পংডে ৮৯*, ঋদ্ধিমা মারাদোয়ার ৫৩*; সেবিকা দাস ১/৩০।ফল: বিদর্ভ ৯ উইকেটে জয়ী।

বুমরাহ লাখে একজনই হয়, ম্যাচের সেরার মেডেলটা ওরই পাওয়া উচিত ছিল !

পর পর দু'ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ইডেনে অপরাজিত ৯৭ রান করে ভারতকে জিতিয়েছিলেন। ওয়াংখেড়েতে সঞ্জুর ৮৯ রান ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। কিন্তু ম্যাচের সেরা হয়েও জয়ের কৃতিত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছেন না সঞ্জু। এই জয়ের কৃতিত্ব জসপ্রীত বুমরাহকে দিচ্ছেন তিনি। ম্যাচ শেষে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নিতে গিয়ে সঞ্জু বলেন, “পুরো কৃতিত্ব জসপ্রীত বুমরাহের। যে ভাবে ও বল করল তা এক কথায় অসাধারণ। এ রকম বোলার লাখে একজনই হয়। আমার মতে, ম্যাচের সেরার মেডেলটা ওরই পাওয়া উচিত ছিল। ২৫০ রান করেও তো হেরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বুমরাহের চার ওভার আমাদের জিতিয়ে দিল। ওই চার ওভার না হলে আমরা হেরে যেতাম।” ২৫৪ রান তাড়া করতে নেমে ৭ রানে জিতেছে ভারত। এই ম্যাচে চার ওভারে ৩৩ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। ১৭তম ওভারে বল করতে এসে মাত্র ৬ রান দিয়েছেন তিনি। সেই সময় বুমরাহ রান দিলে জিততে সমস্যা হত ভারতের। বুমরাহ দেখিয়েছেন, তাঁর হাতে কতটা বৈচিত্র রয়েছে। সেই কারণেই এই জয়ের কৃতিত্ব বুমরাহকে দিয়েছেন সঞ্জু।

ব্যাট করতে নেমে আগের ম্যাচের ছন্দেই ব্যাট করছিলেন সঞ্জু। শুরু থেকে বড় শট মারছিলেন। সঞ্জু জানিয়েছেন, তিনি চাইছিলেন, যতটা বেশি সম্ভব রান করে নিতে। সঞ্জু বলেন, “গত ম্যাচ থেকে ফর্ম ফিরে পেয়েছি। ভাল শট খেলছিলাম। এই ম্যাচেও সেই ফর্ম টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। বড় ম্যাচে বড় রান করতে হত। কারণ, ওয়াংখেড়েতে যে কোনও রান তাড়া করে জেতা যায়। ইংল্যান্ড তো প্রায় জিতেই যাচ্ছিল। তাই যত বেশি সম্ভব রান করতে চেয়েছি। শেষ পর্যন্ত জিতেছি।”ব্যাট করতে নামার পরেই সঞ্জু বুঝে গিয়েছিলেন, ২৫০ রান না করলে জেতা কঠিন। সেই আলোচনাই করছিলেন তাঁরা। সঞ্জু বলেন, “অভিষেক আউট হওয়ার পর আমি ও ঈশান দ্রুত রান করছিলাম। পরে তিলক, হার্দিক সকলেই একই কাজ করেছে। কারণ, আমরা জানতাম, এই উইকেটে অন্তত ২৫০ রান করতে হবে। না হলে জেতা কঠিন। ওয়াংখেড়েতে যে কোনও রান তাড়া করা যায়। সেটাই দেখা গেল। জয়ের কৃতিত্ব বোলারদের।

টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্বে থাকছেন দুই ইংরেজ, ঘোষণা করে দিল আইসিসি

রবিবার অহমদাবাদে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং নিউ জিল্যান্ড। প্রথম দল হিসাবে ভারত গত বারের ট্রফি জয়ী দল হিসাবে ফাইনাল খেলতে নামছে। পাশাপাশি, ঘরের মাঠে প্রথম দেশ হিসাবে ফাইনাল খেলছে তারা। সেই ম্যাচের দুই আম্পায়ারের নাম ঘোষণা করে দিল তারা। দুই ইংরেজের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইসিসি জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ এবং আলেক্স হোয়ার্ফের উপর থাকছে ম্যাচ পরিচালনার ভার। টানা দ্বিতীয় বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করবেন ইলিংওয়ার্থ। গত বার বার্বাডোজে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচেও তিনি ছিলেন। তার আগে ২০২৩-এ এক দিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল এবং ২০২৫-এ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও আম্পায়ারিং করিয়েছেন।হোয়ার্ফ প্রথম বার বিশ্বকাপের ফাইনাল পরিচালনা করবেন। তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। অতীতে ২০২২-এ মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ এবং ২০২৩-এ ছেলেদের এক দিনের বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।

সন্তোষ স্মৃতি ক্রিকেটে মৌচাককে হারালো পোলস্টার, ম্যাচের সেরা পৌরুষ মিশ্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ”এ” ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে জয় পেলো পোলস্টার ক্লাব। শনিবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা মৌচাক ক্লাবকে ৩৮ রানে পরাজিত করেছে। কম রানের পুঁজি নিয়েও পোলস্টারের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং দলের জয় নিশ্চিত করে।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে পোলস্টার। দলের শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও সাত্ত্বিক রাওয়ের দায়িত্বশীল ব্যাটিং দলকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেয়। সাত্ত্বিক ৬২ বলে ৬৬ রানের একটি কার্য্যকর ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৮টি চার ও ২টি ছক্কার মার। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন সাকলাইন হালদার (৩৪ বলে ৪২ রান) এবং আয়ুষ দেবনাথ (৫৯ বলে ৩২ রান)। শেষ পর্যন্ত ৪২.২ ওভারে ১৭৬ রানে অল-আউট হয়ে যায় পোলস্টার।১৭৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পোলস্টারের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে মৌচাকের ব্যাটিং লাইনআপ। বিশেষ করে পৌরুষ মিশ্রর বিষাক্ত বোলিংয়ের সামনে মৌচাকের ব্যাটাররা কার্য্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেন। পৌরুষ মাত্র ৮ ওভার বল করে ৩টি মেডেন সহ ১৫ রান খরচায় ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তাকে যোগ্য সহায়তা করেন অর্কজিৎ দাস (৩/২৮) এবং সিকান্দার কুমার (৩/৩৭)। বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাত্র ১৩৮ রানেই গুটিয়ে যায় মৌচাকের ইনিংস। বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা ”প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হয়েছেন পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র।

লখনউয়ে ভারতীয় সেনার স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন কনক্লেভ অনুষ্ঠিত

কৌশলগত যোগাযোগ, তথ্যযুদ্ধ এবং ধারণা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনায় জোর

সন্দীপ বিশ্বাস

লখনউ সফররত, ৭ মার্চ : জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোয় কৌশলগত যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে সামনে রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের উদ্যোগে শনিবার লখনউ ক্যান্টনমেন্টের সূর্য অডিটোরিয়ামে প্রথমবারের মতো 'স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন কনক্লেভ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে অনুষ্ঠিত এই কনক্লেভে কৌশলগত যোগাযোগ, তথ্যযুদ্ধ এবং ধারণা ব্যবস্থাপনা নিয়ে একাধিক আলোচনা ও প্যানেল সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভারতীয় সেনার সেন্ট্রাল কমান্ডের সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা, কূটনীতিক, সরকারি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক বিশ্লেষকরা। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের যোগাযোগ পেশাজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অনিন্দ্য সেনগুপ্ত বলেন, আধুনিক সংঘাতের প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্র এখন তথ্য ও মানসিক পরিসরকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। তিনি বলেন, ধারণা ব্যবস্থাপনা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ধারণা বৈধতা সৃষ্টি করে, বৈধতা প্রভাব তৈরি করে এবং সেই প্রভাবই শেষ পর্যন্ত ফলাফল নির্ধারণ করে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নানা ধরনের বর্ণনা বা 'ন্যারেটিভ'-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যুদ্ধের সীমার নিচে থাকা সংঘাতের ঝুঁকিও বাড়ছে। তাই কৌশলগত যোগাযোগকে আর প্রতিক্রিয়াশীল বা ব্যক্তিনির্ভর রাখা যাবে না; বরং তা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এনে নীতিনির্ভর সক্ষমতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত বিষয়ক বিশ্লেষক নীতিন গোখলে কনক্লেভে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। "উদীয়মান তথ্যপরিসরে কৌশলগত যোগাযোগ" শীর্ষক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি তৈরি করে। কনক্লেভের প্রথম বিশেষজ্ঞ সেশনের বিষয় ছিল "উদীয়মান তথ্যপরিসরে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির জন্য কৌশলগত যোগাযোগকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা হিসেবে গড়ে তোলা"। এই সেশনটি পরিচালনা করেন নীতিন গোখলে। এতে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস কর্মকর্তা রুচিরা কাম্বোজ, প্রাক্তন কূটনীতিক যশবর্ধন সিনহা এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজ শুক্লা।

এরপর "উদীয়মান মাল্টি-ডোমেইন অপারেশনে কৌশলগত যোগাযোগ: কৌশল, কাঠামো, প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি" শীর্ষক একটি বিশেষ ইন্টারঅ্যাকশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজ শুক্লার সঞ্চালনায় এই সেশনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কূটনীতিক দিলীপ সিনহা, প্রাক্তন আইপিএস কর্মকর্তা ড. শান্তনু মুখার্জি, অবসরপ্রাপ্ত আইআইএস কর্মকর্তা বীণা জৈন ও শরৎ চন্দ্র এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডি.পি. পাণ্ডে। এছাড়া মিডিয়াকে নিয়ে দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম প্যানেল আলোচনার বিষয় ছিল "কৌশলগত ক্ষেত্রে ধারণা ব্যবস্থাপনা: মাইন্ড স্পেস গঠন"। এতে বক্তব্য রাখেন সন্দীপ উন্নিথান, শিবানি শর্মা এবং স্নেহেশ ফিলিপ।

দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনার বিষয় ছিল "তথ্যশক্তি ও কৌশলগত যোগাযোগ"। হিন্দুস্তান টাইমসের ব্যুরো প্রধান পঙ্কজ জয়সওয়ালের সঞ্চালনায় এই আলোচনায় অংশ নেন মণীশ প্রসাদ ও অশোক শ্রীবাস্তব। দিনব্যাপী আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে সেন্ট্রাল কমান্ডের চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল নবীন সচদেবা সমাপনী বক্তব্য দেন এবং ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

এই কনক্লেভের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোর মধ্যে কৌশলগত যোগাযোগকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা হিসেবে মূল্যায়ন করা এবং উদীয়মান তথ্যপরিসরে নীতি, কাঠামো, প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি সম্পর্কে কার্যকর ধারণা ও সুপারিশ তৈরি করা।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সোনামুড়ায় সচেতনতামূলক পথনাটক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ মার্চ: বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে গত ৬ মার্চ সোনামুড়া মহকুমার নলছড় বাজার এবং মোহনভোগ বাজারে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সিপাহীজলা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এই পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়। পথনাটকের মাধ্যমে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ নির্মূল করা, সমাজে সব শিশুদের অধিকার রক্ষা করা এবং বাল্য বিবাহের আইনত অপরাধের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়।

উপরাষ্ট্রপতির সম্মানে লোক ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৭ মার্চ: উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণানের সম্মানে আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনের দরবার হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাও, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়, এস ডি পুরকায়স্থ, এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী সহ রাজ্য প্রশাসনের এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ।

উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান আজ বিকালে লোক ভবনে এসে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। লোক ভবনে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এর জওয়ানগণ উপ রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেন। এই সময়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ডিজিপি অনুরাগ এবং রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি লোক ভবন চতুরে রুদ্রাক্ষ গাছের চারা রোপন করেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে সমবায়মন্ত্রী

আগরতলা, ৭ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার গছিরাম পাড়ায় আদিম জাতি পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি কালচারাল অ্যান্ড ট্যুরিজম হাউস আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। সমবায় ও আদিম জাতি পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া নবনির্মিত এই ভবনের ফলক উন্মোচন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দশদা বি.এ.সি. চেয়ারম্যান উদারাম রিয়াং।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিম জাতি পুনর্বাসন দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য দমনজয় রিয়াং, দপ্তরের উপ-অধিকর্তা এল, ডার্লং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আদিম জাতি পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এক মাসব্যাপী বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি উপলক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। এদিন মোট ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী উপকরণ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে ৩০ জনকে সেলাই মেশিন, ৩০ জনকে প্লাম্বিং সরঞ্জাম, ৩০ জনকে বিউটিশিয়ান কিট এবং ৩০ জনকে ইলেকট্রিশিয়ান কিট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, গছিরামপাড়া এলাকায় স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশের উদ্দেশ্যেই এই কালচারাল অ্যান্ড ট্যুরিজম হাউসটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জনজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত রূপা বর্ধনের চিকিৎসায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা, ধন্যবাদ সাংসদ রাজীবের

আগরতলা, ৭ মার্চ: দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত রূপা বর্ধনের উন্নত চিকিৎসার পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা রূপা বর্ধন গুরুতর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি ডিফিউজ লার্জ বি-সেল লিম্ফোমা রোগে ভুগছেন। তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য-এর কাছে সহায়তার আবেদন জানান। বিষয়টি পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কাছে তুলে ধরে পিএমএনআরএফ থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়।

পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনায় পিএমএনআরএফ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই অর্থ রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বহনে সহায়ক হবে বলে জানা গেছে।

এই মানবিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। পাশাপাশি মানুষের প্রয়োজনে সবসময় পাশে থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তিনি।

বিলোনিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে বিলোনিয়া মহকুমার ভারত চন্দ্র ব্লকের উদ্যোগে শনিবার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। ভারত চন্দ্র নগর ব্লক কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই প্রাক-আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, জেলা শাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজাদ পি, সামাজিক ন্যায় স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি তুলসী পাল, মহকুমা ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অফিসার সঞ্জয় শীল, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক প্রবীর দেববর্মা, ব্লকের অধীন ভারতমাতা সিএলএফ-এর সভাপতি সুস্মিতা বিশ্বাস চক্রবর্তী এবং দ্বীপশিখা সিএলএফ-এর সভাপতি রীতা ভৌমিক পাল সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর অধিকার রক্ষা, পণপ্রথা বন্ধ এবং নেশামুক্ত ভারত গড়ার বার্তা নিয়ে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি বের করা হয়। পরে উপস্থিত অতিথিরা চারা গাছে জল সিঞ্চন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সকলেই নারী অধিকার ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনামিকা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস বলেন, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নারীদের দক্ষতা, সাহসিকতা ও নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নারীদের আরও সক্রিয় করে আত্মনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এই উপলক্ষে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের উদ্যোগে ব্লক এলাকার ৪৭ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন এবং ৩০ জনকে বিউটি পার্লার সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সিএলএফ গ্রুপের ৪০ জন মহিলা এবং সিএসএফ-এর ১৫০ জন সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্রীদের সম্মাননা জানানো হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করা ৬ জন এবং মাধ্যমিকে ১৫ জন ছাত্রীকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে রান্নার প্রতিযোগিতা, 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতা এবং নারীর স্বাধীনতা বিষয়ক নৃত্যানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ৭ মার্চ : সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর যৌথ উদ্যোগে আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় বলেন, আমাদের সমাজে নারী শুধু একজন মা, বোন বা কন্যাই নন তিনি সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শক্তি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, খেলাধুলা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ নারীরা অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: মবশ্বর আলি বলেন, সমাজে এখনও অনেক ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্য, সহিংসতা এবং অবহেলার শিকার। নারীদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের সম্মান করা, তাদের শিক্ষা স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস কেবল উদযাপনের দিন নয়, এটি নারীর অধিকার, সম্মান ও সমতার জন্য সংগ্রামের ইতিহাসকে স্মরণ করার দিন। একটি সমাজ তখনই সত্যিকার অর্থে উন্নত হয়, যখন সেই সমাজে নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ পায় ও একসাথে এগিয়ে আসে। নারীর অধিকার রক্ষা করা, তাদের সম্মান দেওয়া এবং একটি সমতা ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সবার দায়িত্ব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক বিদ্যাসাগর দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শান্তশ্রী মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং জেলা মিশন সমন্বয়কারী শান্ত কমল চাকমা।

আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ও শিশু পার্কের বেহাল দশা, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা

আগরতলা, ৭ মার্চ: শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইন্দ্রনগর এলাকার বহু পুরনো সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ও শিশুদের খেলার পার্ক বর্তমানে চরম অবহেলার শিকার বলে অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কেন্দ্রটির অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে উঠেছে, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এক সময় এই সমাজকল্যাণ কেন্দ্রটি ছিল এলাকার শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। পাশাপাশি বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য পার্কটিও ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন কেন্দ্রটি কার্যত অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

এলাকাবাসীদের দাবি, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এমনিতেই দিন দিন কমছে। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রতিষ্ঠানই ছিল ভরসা। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কেমন হয়েছে, তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রনগরের এই সমাজকল্যাণ কেন্দ্র।

পার্কটির অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল বলে জানান স্থানীয়রা। শিশুদের খেলাধুলার জন্য থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও আগাছা জমে আছে, আবার কোথাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব চোখে পড়ছে।

এলাকাবাসীদের প্রশ্ন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এই সরকারি প্রতিষ্ঠান ও পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা সংস্থা নেই? দ্রুত সংস্কার ও নিয়মিত দেখভালের ব্যবস্থা না করা হলে আগামী দিনে এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

বিশালগড় রাউৎখলা বাইপাস এলাকায় বাড়ছে নেশার কারবার, অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ মার্চ: বিশালগড়ের রাউৎখলা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় বেড়ে চলা নেশার কারবারে চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, একটি মাছের খাবারের দোকানের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগ জাতীয় নেশাদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা চলছে। এলাকাবাসীর দাবি, শুধু নেশাদ্রব্য বিক্রিই নয়, হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও রয়েছে। পাশাপাশি চুরি করা বিভিন্ন জিনিসপত্রের কেনাবেচাও এই এলাকায় হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত এই অবৈধ কারবার চলতে থাকে।

এর ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া ও যুবসমাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। অনেকের মতে, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে এলাকার ছোট ছোট শিশুদের ভবিষ্যৎও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সোনাই নামে এক যুবক এবং চন্দ্রনগর এলাকার রাকেশ এই নেশা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, শহরের বুকে এত বড় অবৈধ ব্যবসা চললেও প্রশাসন কেন এখনো পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এলাকাবাসীরা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাদের বক্তব্য, অবিলম্বে এই নেশা ব্যবসা বন্ধ করে এলাকাকে নিরাপদ করা না হলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

কৈলাসহরে নিখোঁজ কৃষককে ঘিরে উত্তেজনা, জাতীয় সড়ক অবরোধে গ্রামবাসী

আগরতলা, ৭ মার্চ : নিখোঁজ এক কৃষককে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে কৈলাসহরের পঞ্চমনগর এলাকায়। পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে গ্রামবাসীরা শনিবার সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। অবরোধের ফলে সড়কের দু'পাশে শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে এবং নিত্যযাত্রী ও পথচারীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এলাকায় বর্তমানে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত পঞ্চমনগর গ্রামের বাসিন্দা রামমোহন দেববর্মা (৬০) গত ৩ মার্চ থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। পেশায় কৃষক রামমোহন দেববর্মার পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত এবং ছোট ছেলে বেকার। ছেলে-মেয়ে সকলেই বিবাহিত। মেয়ের বিয়ে হয়েছে ফটিকরায়ের গঙ্গানগর এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৩ মার্চ দুপুরে রামমোহন দেববর্মা মেয়ের বাড়ি গঙ্গানগরে যান। পরে তিনি কুমারঘাটের জয়গুরু ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। কিন্তু এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বহু খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান না মেলায় পরিবারের পক্ষ থেকে সেদিন রাতেই ফটিকরায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ, থানায় জানানো হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগও উঠেছে। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই মাইলং এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

এরই প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে পঞ্চমনগর এলাকায় ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কে শামিয়ানা টাঙিয়ে রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। অবরোধে অধিকাংশই মহিলা জনজাতি অংশ নিয়েছেন।

অবরোধকারীদের দাবি, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার অবরোধস্থলে এসে নিখোঁজ রামমোহন দেববর্মাকে দ্রুত খুঁজে বের করার আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ৭ মার্চ: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর যৌথ উদ্যোগে আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় বলেন, আমাদের সমাজে নারী শুধু একজন মা, বোন বা কন্যাই নন তিনি সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শক্তি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, খেলাধুলা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ নারীরা অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: মবশ্বর আলি বলেন, সমাজে এখনও অনেক ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্য, সহিংসতা এবং অবহেলার শিকার। নারীদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের সম্মান করা, তাদের শিক্ষা স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তামাকমুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে বিলোনিয়ায় প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ মার্চ: তামাকমুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিলোনিয়ার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের কনফারেন্স হলে শনিবার একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল সাড়ে এগারোটায় শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিসি নগর ব্লকের আওতাধীন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, প্রধান, উপপ্রধান এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিসি নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনামিকা দেববর্মা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশিকা ও গাইডলাইন সম্পর্কে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের অবগত করাই এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েত স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে তামাকমুক্ত গ্রাম গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এবং ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান সহ ব্লকের অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। প্রশিক্ষণ শিবিরে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রামঠাকুর পাঠশালা বালিকা বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন উদ্বোধন করলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ৭ মার্চঃ সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য শনিবার তাঁর সংসদীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল (এমপি-ল্যাডস) থেকে আগরতলার রামঠাকুর পাঠশালা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একটি আর.ও. ভিত্তিক বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন প্রদান ও উদ্বোধন করেন।বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত টাউন প্রতাপগড় এলাকার এই বিদ্যালয়ে টি.এন.জি.সি.এল-এর সহযোগিতায় জল পরিশোধন প্রকল্পটি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে বলে জানান সাংসদ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো নিরাপদ পানীয় জল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে, যা তাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগরতলায় 'ওমেন হেল কনক্লেভ'

নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ রবিবার আগরতলার রবীন্দ্র ভবন-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃতীয় 'ওমেন হেল কনক্লেভ'। নারী ক্ষমতায়ন ও অধিকারের পাশাপাশি নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই বিজ্ঞানভিত্তিক কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা মহিলাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

কনক্লেভে রাজ্যের প্রায় আড়াইশ জন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। সকাল ৯টা থেকে কনক্লেভ শুরু হবে এবং দুপুর ১২টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা, এনএইচএম-এর জয়েন্ট মিশন ডিরেক্টর ডা. নুপুর দেববর্মা এবং কলকাতার প্রখ্যাত পালমোনলজিস্ট ডা. সুস্মিতা রায় চৌধুরী। কনক্লেভে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, মহিলাদের হৃদরোগ, গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি রোগ,।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 07-03-2026, 23:58